লালনের গান

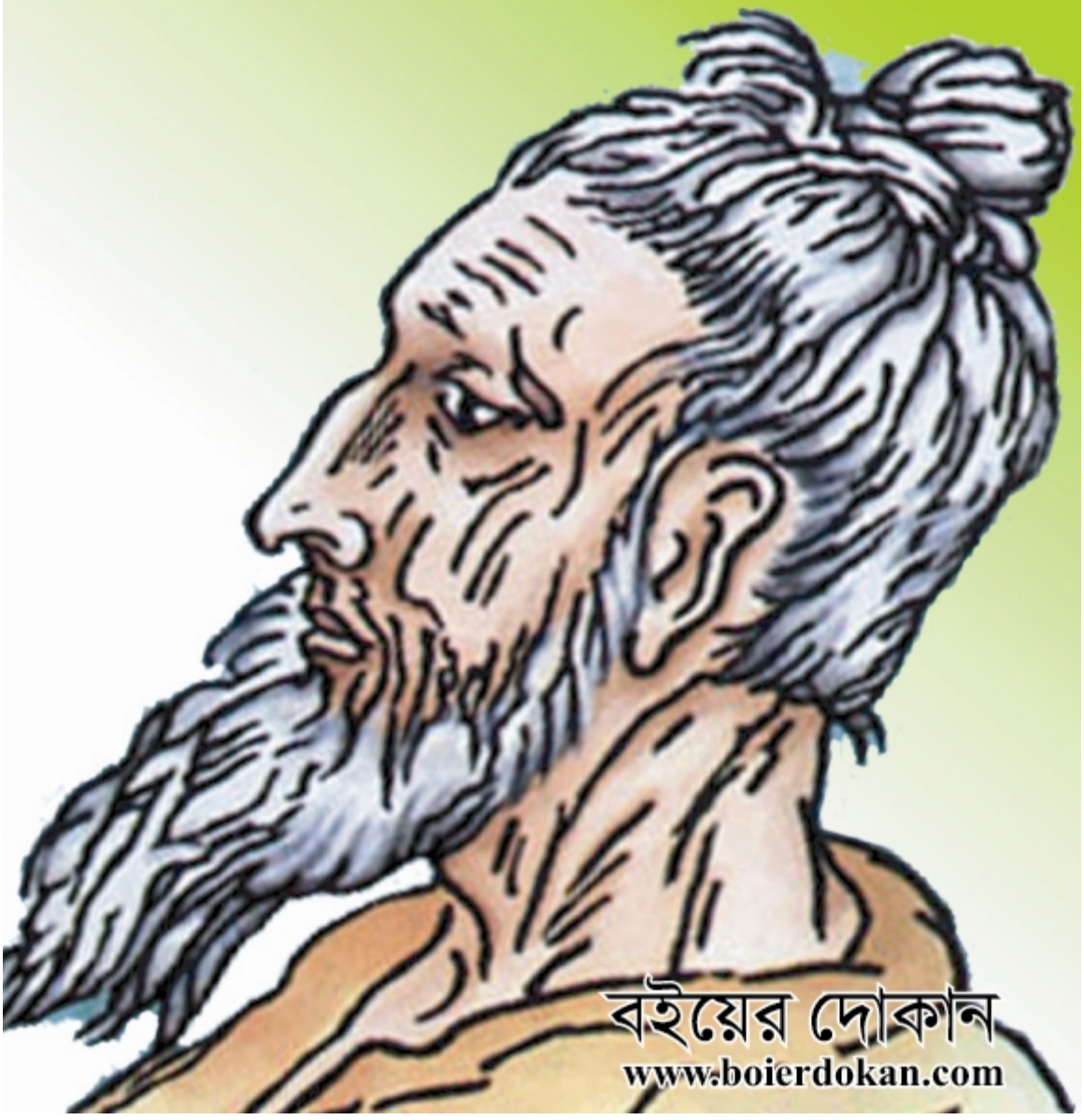

বইয়ের দোকান
www.boierdokan.com

লালনের গান

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে অন্যতম লালন শাহ ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে সাধক, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। লালন ফকির নামেও তিনি পরিচিত।

লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়াতে একটি আখড়া তৈরি করেন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর লালন ১১৬ বছর বয়সে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়াতে নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

লালনের গান 'লালন গীতি' নামে পরিচিত। অবশ্য কেউ কেউ 'লালন সংগীত'ও বলে থাকেন। লালন শাহ প্রায় ২০০০ গান রচনা করেছেন। সেই গানগুলো সাধকদের কণ্ঠে গীত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লালনের গানে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লালনের প্রায় সহস্রাধিক গান সংগৃহীত হয়েছে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন তিন শতাধিক লালন গীতি সংগ্রহ করেছেন যা তাঁর হারামণি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়াও মনসুরউদ্দিন সম্পাদিত ‘লালন ফকিরের গান’ এবং ‘লালন গীতিকা’ বইদুটিতে আরও অনেকগুলো লালন গীতি সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার শিলাইদহ অবস্থানকালে লালন শাহের কাছ থেকে ২৯৮টি গান সংগ্রহ করে ২০টি গান প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই লালনের গানে আগ্রহ খুঁজে পাচ্ছেন। ফলে ইন্টারনেটে নানা সাইটে লালনের গান প্রকাশিত হচ্ছে। বলতে গেলে ওয়েব জগতে লালনের গানগুলো এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। লালনের বেশ কিছু গান একত্রে প্রকাশ করার লক্ষ্যেই এই প্রয়াস। 'বইয়ের দোকান' প্রকাশিত 'লালনের গান' নামের বইটিতে লালনের লেখা বেশ কিছু গান স্থান পেয়েছে। জনপ্রিয় গানগুলোর পাশাপাশি তুলনামূলক কম প্রচলিত কিছু গানও রয়েছে। এই গানগুলো বেশ কিছু বই থেকে নেওয়া। বইগুলো হলো- লালন ফকির : কবি ও কাব্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, লালন ফকির : কবি ও কাব্য, বাউল কবি লালন শাহ, লালন-গীতিকা, হারামণি, লালন ও তাঁর গান, লালন-সঙ্গীত। 'লালনের গান' বইটিতে নেওয়া গানগুলোর বানানরীতিতে ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত 'লালন গীতি সমগ্র বইটি অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গানের কথান্তর ও শব্দগত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও ওয়াকিল আহমদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে। তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। লালনের গানগুলো ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা আগ্রহ নিয়ে 'ইউনিকোড' ফন্টে লালনের গান ইন্টারনেটে তুলেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

'লালনের গান' বইটি পাঠকদের লালনের গানগুলো একত্রে পেতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি আমি বিশ্বাস করি, এই বই লালনের গানে এই প্রজন্মের নেটিজেনদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলবে।

একরামুল হক শামীম
ঢাকা
১২ মে, ২০১২

অকুল পাড় দেখে মোদের লাগল রে ভয়

অকুল পাড় দেখে মোদের লাগল রে ভয়।
মাঝি বেটা বড় ঠেঁটা, হাল ছেড়ে দিয়ে
বগল বাজায়।।
উজান ভাটি তিনটি নালে
দোম দমা দোম বেদম কলে
এক শব্দ হয়।
গুরুর গুরু পবন গুরু প্রেম আনন্দে
সাঁতার খেলায়।।
সামনেতে অপার নদী
পার হয়ে যায় ছয় জন বাদী
কিরূপ লীলাময়।
লালন বলে, ভাব জানিয়ে ডুব দিয়ে রত্ন উঠায়।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৮
গানটিতে সঞ্চারী স্তবকটি মিসিং।

অমর ভেবে সার

অমর ভেবে সার
দিন গেল আমার
সার বস্তু ধন এবার হলাম রে হারা।।
হাওয়া বন্ধ হলে
সব যাবে বিফলে
দেখে শুনে লালস গেল না মারা।।
গুরু যারে সদয় হয় এ সংসারে
লোভে সঙ্গ দিয়ে সেই যাবে সেরে।
অঘাটায় আজ মরণ আমারে
জানলাম না রে গুরুর করণ কি ধারা।।
মহতে কয় পূর্বে থাকলে সুকৃতি
দেখতে শুনতে গুরুর পদে হয় রতি।
সে পূণ্য মোর থাকিত যদি
তবে কি রে হইতাম এমন পাসরা।।
সময়ে ছাড়িয়ে জানিলাম এখন
গুরুর কৃপা নইলে বৃথা সে জীবন।
বিনয় করে কয় অধীন লালন,
মন রে আর কি আমি এবার পাব কিনারা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১২২

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়।
অমাবস্যে নাইরে চাঁদে দ্বি-দলে তার কিরণ উদয়।।
বিন্দু মাঝে সিন্ধু-বারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চাঁদের শূন্যপুরী
সেহি তো তিল-প্রমাণ জায়গায়।।
যেথা রে সে চন্দ্র ভুবন
দিবারাত্রির নাই অন্বেষণ
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলি সঞ্চারে সদায়।।
দরশনে দুঃখ হরে
পরশনে পরশ করে
এমনি সে চান্দের মহিমে
লালন ডুবে ডোবে না তায়।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০৫
কথান্তরঃ
অনেক ভাগ্যের ফলে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়।
অমাবস্যা নেই সে চাঁদে দ্বিদলে তার বারাম উদয়।।
যেথা রে সে চন্দ্র-ভুবন
দিবারাত্রি নাই আলাপন
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলি চঞ্চলা সদায়।।
বিন্দুনালে সিন্ধু-বারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চাঁদের স্বর্গপুরী
সেহি তো তিনি প্রমাণ জায়গায়।।
দরশনে দুঃখ হরে
পরশনে সোনা করে
এমনি মহিমা সে চাঁদের
লালন ডুবে ডোবে না তায়।।

বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৪৮

অন্তিম কালের কালে ও কি হয় না জানি

অন্তিম কালের কালে ও কি হয় না জানি ।
কি মায়া ঘোরে কাটালাম হারে দিনমণি।।
এনেছিলাম, বসে খেলাম,
উপার্জন কই করিলাম,
বিকশের বেলা
খাটবে না ভেলা
এলো বানি।।
জেনে শুনে সোনা ফেলে
মন মজালাম রাঙ্ পিতলে,
এ লাজের কথা
বলিব কোথা
আর এখনি।।
ঠকে গেলাম কাজে কাজে,
ঘিরিল তনু পঞ্চাশে
লালন বলে মন
কি হবে এখন
বল্ রে শুনি।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ ১৯৫
রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অশুদ্ধ বানানে লিখিত গানগুলো সনৎকুমার মিত্র উক্ত গ্রন্থে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বানান এতই অশুদ্ধ যে, তার পাঠোদ্ধার করা দুরূহ কাজ।
গানটির চরণ-বিন্যাসে অভিনবত্ব আছে। ছোট-বড় চরণ ও অন্ত্যমিল দিয়ে নাচের ভঙ্গিও ছন্দ আনা হয়েছে। ‘ঘিরিল তনু পঞ্চাশে’ পঙক্তি থেকে অনুমিত হয়, লালনের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর, তখন গানটি রচিত হয়। এটি প্রৌঢ়ত্বে প্রবেশের বয়স। “অন্তিম কালের কালে ও কি হয় না জানি ।” সূচনা-পঙক্তিতেও একই ইঙ্গিত আছে। এ সময় লালনের চেতনায় ও মনের পরিপক্কতা এসেছে। ওয়াকিল আহমদঃ লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ৪২।

আয় কে যাবি ওপারে

আয় কে যাবি ওপারে।
দয়াল চাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া
অপার সাগরে।।
যে দিবে সে নামের দোহাই
তারে দয়া করবেন গোঁসাই
এমন দয়াল আর কেহ নাই
ভবের মাঝারে।।
পার কর জগৎ বেড়ি
নেয় না পারের কড়ি
সেরে সুরে মনের দেড়ি
ভার দেনা তারে।।
দিয়ে ঐ শ্রীচরণে ভার
কত অধম হল পার
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
বিগার যায় না রে।।

মতিলাল দাস, ‘লালন ফকিরের গান’, লালন স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৪০;
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৩৮

আগে জান না ও মনুরায়

আগে জান না ও মনুরায়, -
বাজি হারিলে তখন
লজ্জায় মরণ
শেষে আর মিছে কান্দিলে কি হয়।।
খেল মন খেলারু
ভাবিয়ে শ্রীগুরু
সামাল সামাল বাজি সামাল সর্বদায়।।

এ দেশেরে জুয়োচুরি খেলা
টোটকা মেরে ফটকায় ফেলে রে মনভোলা।
তাইতে রলি বারে
খেলিস খুব হুসিয়ারে
নয়নে নয়নে বান্ধিয়া সদায়।।

চোরের সঙ্গে নাহি খাটে ধর্ম ছাড়া
হাতের অস্ত্র কভু করিস নে হাতছাড়া।
রাগ অস্ত্র ধরে
দুষ্ট দমন করে
স্বদেশেতে গমন কররে তরায়।।

চোয়ানি বান্ধিয়ে খেলে যে জন
কাহার যে সাধ্য সেও অঙ্গে দেয় হানা।
ফকির লালন বলে আমি
তিন তের না জানি
বাজি মেরে যাওয়া ভার হল আমায়।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১২৩-২৪

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী?
ইতরপনা কার্য আমার অহর্নিশি।।
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে
এলাম যে করার দিয়ে
রইলাম তা সব ভুলিয়ে
ভবে আসি।।
চিনলাম না সে গুরু কি ধন
জানলাম না তার সেবা সাধন
ঘুরতে বুঝি হল রে মন
চোরাশি।।
গুরু যার থাকে সদায়
শমন বলে তার কিসের ভয়
লালন বলে, মন তুই আমার
করলি দুষি।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১২২-২৩
বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৫৭

আজব রং ফকিরি সাধা সোহাগিনী সাঁই

আজব রং ফকিরি সাধা সোহাগিনী সাঁই।
ও তার চুপিসারি ফকিরি ভেক কে বুঝিবে রাই।।
সর্বকেশী মুখে দাড়ি
চরণে তার চুড়ি শাড়ি
কোথা হতে এল সিড়ি
জানতে উচিত চাই।।
ফকিরি গোরের মাঝার
দেখ হে করিয়া বিচার
ও সে সাধা সোহাগী সবার
আধ ঘর শুনতে পাই।।
সাধা সোহাগিনীর ভাবে
প্রকৃতি হইতে হবে
সাঁই লালন কয়, মন পাবি তবে
ভাব সমুদ্রে থাই।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৪০-৪১
লালন-গীতিকা, পৃ. ৩০৫-০৬

আমার মন বেবাগী ঘোড়া

আমার মন বেবাগী ঘোড়া
বাগ ফেরাতে পারিনে দিবারাতে।
মুরশিদ আমার বুটের দানা
খায় না ঘোড়া কোনমতে।।
বিসমিল্লায় দিলে লাগাম
একশ' ত্রিশ তাহার পালান
হাদিস মতে কশনি কসে
চড়লাম ঘোড়ায় সোয়ার হতে।।
বিসমিল্লায় কিন্তু ভারি
নামাজ রোজা তাহার সিঁড়ি
খায় রাতে দিন পাঁচ আড়ি
ছিঁড়ল দড়া আচম্বিতে।।
লালন সাঁই কয় রয়ে সয়ে
কত ঘোড়া সোয়ারী যাচ্ছে বেয়ে
পার যাব কি আছি বসে
শুধু আমার কোড়া হাতে।।

———————————-

লালন-সঙ্গীত, পৃ. ২১০

আমি বলি তোরে মন, গুরুর চরণ কর রে ভজন

আমি বলি তোরে মন, গুরুর চরণ কর রে ভজন।
গুরুর চরণ পরম রতন কর রে সাধন।।
মায়াতে মত্ত হলে
গুরুর চরণ না চিনিলে
সত্য পথ হারাইলে
সব খোয়ালে গুরু-বস্তু ধন।।
ত্রিপীনের ত্রিধারে
মীনরূপে গুরু বিরাজ করে
কেমন করে ধরবে তারে
মনরে অবুঝ মন।।
মহতের সঙ্গ ধরো
কামের ঘরে কপাট মারো
ফকির লালন বলে, কোলের ঘোরে
হারালি রে পরশ রতন।।

হারামণি, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭

আমি জন্ম-দুঃখী কপাল-পোড়া

আমি জন্ম-দুঃখী কপাল-পোড়া
গুরু আমি একজনা।
আমার বদ্ হাল তুমি দেখলে না।।
শিশুকালে মইরা গেছে মা
গর্ভ থুইয়া পিতা ম'ল
তারে দেখলাম না।
কে করবে সেই লালন পালন
কে করবে সান্ত্বনা।।
গিয়েছিলাম ভবের বাজারে
ছয় চোরা চুরি করে
গুরু বাঁধে আমারে।
তাই সিরাজ সাঁই খালাস পাইল
লালনেরে দিল জেলখানা।।

লালন ও তাঁর গান, পৃ. ৮১

আমি চরণ পাব কোনদিনে

আমি চরণ পাব কোনদিনে।
আমি ঘাটে ঘাটে পথে পথে
কাঁদছি তোমার জন্যে।।
গুরু আমার দয়াল ভারি
করলেন আমায় বনচারী
গুরু দীনের অধম করলে
হাতে দিয়ে শিঙে।।
চরণ পাবার আশে গুরু
ফিরি তোমার দাসের দাসী (মন রে),
গুরু দীনের অধম করলে
হাতে দিয়ে শিঙে।।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'পল্লীসঙ্গীতে ভক্ত কবি ফকির লালন সা', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩১

আল্লা বল মন রে পাখী

আল্লা বল মন রে পাখী।
ভবে কেউ কারো নয় রে দুখী।।
ভুল নারে ভব ভ্রান্ত কাজে
আখেরে এসব কাণ্ড মিছে
মন রে, আসতে একা যেতে একা
এ ভব পীরিতের ফল আছে কি।।
হাওয়া বন্ধ হলে কিছুই নাই
বাড়ির বাহির করে সবাই
মন রে, কেবা আপন, পর কে তখন
দেখে শুনে খেদে ঝরছে আঁখি।।
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়
কাঁদিয়ে সবাই জীবন ছাড়তে হয়
ফকির লালন বলে, কারো গোরে
কেউ তো যায় না, থাকতে হয় একাকী।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ৭২

আর কি এমন জনম, বসবো সাধুর মেলে

আর কি এমন জনম, বসবো সাধুর মেলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায় ঘিরে এল কালে।।
মানব দলেতে আসায়
কত দেব-দেবতা বাঞ্ছিত হয়;
হেন জনম দীন দয়াময়
দিছে কোন ফলে।।
কত কত লক্ষ জমি
ভ্রমণ করেছে তুমি;
মানব কুলে মন রে তুমি
এসে কি করিলে।।
ভুল না রে মন রসনা
সুমঝে কর বেচাকেনা;
লালন বলে, কুল পাবা না
এবার ঠকে গেলে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৭

আর কি বসবো এমন সাধ বাজারে

আর কি বসবো এমন সাধ বাজারে।
জানি কোন সময় কি দশা হয় আমারে।।

সাধুর বাজার আনন্দময়
যেমন অমাবস্যায় পূর্ণ চন্দ্র উদয়।
ভক্তি নয়ন যার,
সে চাঁদ দৃষ্ট হয় তার,
ভব-বন্ধন জ্বালা যাইয় গো দূরে।।

দেবের দুঃসাধ্য পদে সে
সাধু নাম যার সত্যে ভাসে।
পতিত পাবনী
গঙ্গা জননী,
সাধুর চরণ সেও তো বাঞ্ছা করে।।
দাসের দাস ওরে দাসের যোগ্য নয়,

কি ভাগ্যে তে এলাম এই সাধু-সভায়
(ফকির) লালন কয়,
আমার ভক্তিশূন্য কায়,
আবার বুঝি পড়ি কদাচারে।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১১৫২

আমি কোন সাধনে তারে পাই

আমি কোন সাধনে তারে পাই।
আমার জীবনের জীবন সাঁই।।
সাধিলে সিদ্ধির ঘরে
শুনেছি সেও পায় না তারে;
সাধু যে ব্যক্তি
পেলে যে মুক্তি
ও কে যাবে অমনি শুনি রে ভাই।।
শাক্ত শৈব্য বৈরাগ্য ভাব
তাতে যদি হয় চরণ লাভ;
তবে দয়াময়
কেন সর্বদায়
বিধি বলে দুষিবে তাই।।
গেল না রে মনের ভ্রান্ত
পেলেন না সে ভাবের অন্ত;
কয় মূঢ় লালন
ভবে এসে মন
কি করিতে ওরে কি করে যাই।।

———————————-

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ‘পল্লীগীতি সংগ্রহ’, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩০

আমি কোন সাধনে তারে পাই

আমি কোন সাধনে তারে পাই।
আমার জীবনের জীবন সাঁই।।
সাধিলে সিদ্ধির ঘরে
শুনেছি সেও পায় না তারে;
সাধু যে ব্যক্তি
পেলে যে মুক্তি
ও কে যাবে অমনি শুনি রে ভাই।।
শাক্ত শৈব্য বৈরাগ্য ভাব
তাতে যদি হয় চরণ লাভ;
তবে দয়াময়
কেন সর্বদায়
বিধি বলে দুষিবে তাই।।
গেল না রে মনের ভ্রান্ত
পেলেন না সে ভাবের অন্ত;
কয় মূঢ় লালন
ভবে এসে মন
কি করিতে ওরে কি করে যাই।।

———————————-

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ‘পল্লীগীতি সংগ্রহ’, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩০

আমি কি দোষ দিব কারে রে

আমি কি দোষ দিব কারে রে।
আপন মনের দোষে পল্লেম ফেরে রে।।
সুবুদ্ধি সুস্বভাব গেল,
কাকের স্বভাব মনে হল,
ত্যেজিয়ে অমৃত ফল-
মাকাল ফলে মন ভজিল রে।।
যে আশায় এ ভবে আসা,
ভাঙ্গিল রে আশার বাসা,
ঘটিল রে কি দুর্দশা,
ঠাকুর গাড়িতে বানর হল রে।।
গুরুবস্তু চিনলি নে মন,
অসময়ে কি করবি তখন,
বিনয় করে বলছে লালন,
যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেল রে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৮
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৩১-৩২

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়।
আমি কথার অর্থ ভাবি,আমি তো সে আমি নয়।।
অনন্ত শহরে বাজারে
আমি আমি শব্দ করে
আমার আমি চিনতে নারে,
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়।।
মনসুর হল্লাজ ফকির সে তো
বলেছিল আমি সত্য
সই হল সাঁইর আইন মত,
সবাই কি জানতে পাই।।
কমবে জনে বা জনে আল্লা
সাঁইর হুকুম আমি হেল্লা
লালন তেমনি কেটো মোল্লা,
ভেদ না বুঝে গোল বাধায়।।

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ৩০৭

আমার হয় না রে সে মনের মত মন

আমার হয় না রে সে মনের মত মন।
আমি জানবো কি সে রাগের কারণ।।
পড়ে রিপু ইন্দ্রিয়ের ভোলে
মন বেড়ায় রে ডালে আলে
এবার দু মনে এক মন হলে
এড়াই শমন।।
রসিক ভক্ত যারা
মনে মনে মিশালো তারা
এবার শাসন করে তিনটি ধারা
পেল রতন।।
কিসে হবে নাগিনী বস
সাধবো কবে অমৃত-রস
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, বিষেতে নাশ
হলি লালন।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২৫৮;
বাংলা বাউল ও গান, পৃ. ১১০
হারামনি ২য় খণ্ড, পৃ. ২১
মনসুর উদ্দিনের ‘হারামনি’ ২য় খণ্ডে গানটি সঙ্কলিত রয়েছে। এতে সামান্য কথান্তর আছে।
ধুয়ার দ্বিতীয় চরণঃ আমি সাধবো কবে সেই রাগের কারণ।
অন্তরার প্রথম চরণঃ পড়ে রিপু ইন্দ্রের জালে।
আভোগের প্রথম চরণঃ কবে হবে নাগিনী বশ।
ভনিতায় ‘দরবেশ’ শব্দ এই; ছন্দের খাতিরে চরণটি “সিরাজ সাঁই কয়, বিষেতে নাশ” হওয়াই সংগত। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ৫৩

আমার মনে রে বোঝাই কিসে

আমার মনে রে বোঝাই কিসে।
ভব-যাতনা আমার
জ্ঞান-চক্ষু আন্ধার
ঘিরল রে যেন রাহুতে এসে।।

যে আশাতে আমার ভবে আসা হল,
অসার ভাবিয়ে জন্ম ফুরাইল;
পূর্বে যে সুকৃতি ছিল
পেলাম সেহি ফল,
না জানি কি আর হবে রে শেষে।।
আমি গুনে আনি দেয়া, হয়ে যায় রে কুয়ো
আমার হল তেমনি সকল কর্ম ভুয়ো
কারে বলব এসব কথা
কে ঘুচাবে ব্যথা,
মন আগুনে মন দগ্ধ হতেছে।।
এ ভুবনে বিধি বড় বল ধরে
কর্মফাঁসে বেন্ধে মারিল আমারে;
কেন্দে লালন ফকির সদায়
দিছে গুরুর দোহাই
আর যেন আসি নে এমন দেশে।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫৭
পাণ্ডুলিপিতে ধুয়ার প্রে দুটি চরণ আছে, যা প্রক্ষিপ্ত বলে প্রতিভাত হয়। মূলের অর্থের সাথে এর যোগসূত্র নেই; এজন্য মূল পাঠে তা উল্লেখ করা হয় নি। চরণ দুটি এরূপঃ

যেমন বনে আগুন লাগে সবাই তাহা দেখে।
মন আগুন কে দেখে মন কোটা ফেসে।।

সঞ্চারীর শব্দ চয়ন ও অন্ত্যমিল ত্রুটিপূর্ণ। তবে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে গানের সুর-কাঠামোতে সমতা লক্ষ্য করা যায়। — ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ৫২

আমার মনের বাসনা পূর্ণ হল না

আমার মনের বাসনা পূর্ণ হল না।।
বাঞ্ছা ছিল যুগোল পদে
সাধ মিটাবো ঐ পদ সেধে
বিধি বিমুখ হল তাতে
দিল সংসার যাতনা।।
বিধি হয় সংসারের রাজা
আমায় করে রাখলেন প্রজা
কর না দিলে দেয় গো সাজা
কারো দোহাই মানে না।।
পড়ে দেলাম বিধির বামে
ভুল হল মোরে মূল সাধনে
লালন বলে এ তুফানে
মুরশিদ ঘুচাও যন্ত্রণা।।

———————————-

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ৩১৪

আমার মন রে, দিন থাকিতে চিনে

আমার মন রে, দিন থাকিতে চিনে
আপন দেহের মানুষ ধর।
আগে মন মানুষ ধর
ঐ আপন সারা সারো।।
আছে সত্য মানুষ বর্তমান
ন্য দরজায় পেতে ফাঁদ
দমের পর ব্রহ্মাণ্ডের খবর।।
দেহ কেবা উঠায়, কেবা জাগায়,
কে বিদ্রা যায়, কে কথা কয়,
আবার কার বা দেহ কে চালায়
কারে নিয়ে চল।।
তাই লালন দরবেশে বলে,
কিনু রে বাপ, আয় সকালে
এই মানব জনম যায় গো বিফলে
বৈসে বা কি কর।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২
গানটির স্তবক বিন্যাস ও ছন্দ-রীতিতে শৈথিল্য আছে। লালনের গানের আঁটসাঁট বাঁধন এখানে রক্ষিত হয় নি। আভোগের "কিনু রে বাপ, আয় সকালে" চরণটি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এসব মনসুর উদ্দীন কোন ব্যাখ্যা দেন নি। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ৫১

আমার মন রে, তুই হইলি কেন পেরেসান

আমার মন রে, তুই হইলি কেন পেরেসান।
অসময়ে কৃষি করে জমিনে ডাকাইলি বান।।
আবার ভাদ্র মাসে লাঙ্গল চষে
হাপুর হুপুর বীজ বুনিলে
জোয়ার এসে নেয় ভাসাইয়া,
কিসে রে তোর ফলবে ধান।।
আবার আশ্বিন মাসে জোয়ার আইল,
তাইতে জমিন ভালো হইল;
কার্তিক মাসে রসিক চিনে,
লালন কয়, তাই রে চিনে বোন ধান।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬
গানটি পূর্ণাঙ্গ নয়। এখানে একটি স্তবক লোপ পেয়েছে। অন্ত্যমিলেও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ৫১

আমার মন যারে চায়, তারে কি কোথায় পাই

আমার মন যারে চায়, তারে কি কোথায় পাই,
ও মনেরে কি দিয়ে বুঝাই।
দেখা পাইলে চলে যাইতাম রে-
যাইতাম দুনিয়ার বালাই।।
ছিলাম জননীর কোলে
ভজন ভজিব বলে
শিশুকালে রিপু এসে
ফাঁসি দেয় গলে।
আমি মায়ার বশে সর্বনাশে
বাজাই দোজখের সানাই।।
ও গুরু, তোমার নামের অন্ত নাই
আমি কোন নামটি শুধাই;
তোমার নামের মূল অর্থ
আমি শুনতে চাই।
আমি চার বৎসর চার দেশে ঘুইরা রে
তাই লালন বলে তোমারে না পাই।।

———————————-

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮

আমার মন-চোরারে কোথা পাই

আমার মন-চোরারে কোথা পাই।
কোথা যাই মন আজ কিসে বুঝাই।।
নিষ্কলঙ্কে ছিলাম ঘরে
কিবা রূপ নয়নে হেরে,
মন তো আমার ধৈর্য নাই।।
ও সে চাঁদ বটে কি গৌর দেখে
হলাম বেহঁস থেকে থেকে
আমার মনে পড়ে তাই।।
বিষম রোগে আমায় দংশিলে
বিষ উঠিল বেঘ মূলে
সে বিষ গাঁটরি করা,
না যায় হরা
কি করিবে কবিরাজ গোঁসাই।।
মন বুঝ ধন দিতে পারে
কে আছে এই ভাব-নগরে
কার কাছে এই মন জুড়াই।
যদি গুরু দয়াময়
এই অনল নিভায়,
অধীর লালন বলে, তার কি বল উপায়।।

———————————-

সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাউল, লালন ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১০৫

আমার ঠাহর নাই গো মন-বেপারী

আমার ঠাহর নাই গো মন-বেপারী।
এবার ত্রিধারায় বুঝি দোবে আমার তরী।।
যেমন দাঁড়ি-মাল্লা বেয়াড়া
তেমনি মাঝি দিশাহারা,
কোন দিকে যে বায় তাহারা-
আমার পাড়ি দেওয়া কঠিন হলো ভারি।।
একটি নদীর তিনটি ধারা
সেই নদীতে নাই কূল-কিনারা;
সেথা বেগে তুফান বয়
দেখে লাগে ভয়
ডিঙি বাঁচাবার উপায় কি করি।।
কোথা হে দয়াল (আমারি)
আপনি এসে হও কাণ্ডারি;
তোমায় স্মরণ করি
ভাসাই তরী।
লালন কয়, যেন বিপাকে না পড়ি।।

বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৯২

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে।
কেমনে খুলিয়া সে ধন দেখবো চক্ষেতে।।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হলাম জন্ম-কানা
না পাই দেখিতে।।
রাজি হলে দরওয়ানি
দ্বারা ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কৈ চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে।।
এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে, পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনতে।।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হারামণি', প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২২, পৃ. ৬৯৮;
লালন-গীতিকা, পৃ. ১০০-১;
হারামণি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭; ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১২

আমার আপন খবর আপনার হয় না

আমার আপন খবর আপনার হয় না।
সে যে আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনারে চেনা।।

সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
দেখ আ।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোটত যায় না।।

সে যে আত্মারূপে কর্তাহরি,
মনে নিষ্ঠা হলেই মিলবে তারি
ঠিকানা।
আর বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লখ্না।।

আমি আমি কে বলে মন,
যে জানে তার চরণ শরণ
লে না।
ফকির লালন বলে,
বেদের গোলে
হলাম চোখ থাকতে কানা।।

সরলাদেবী, ‘ফকির লালন ও গগন’, ভারতী, ভাদ্র ১৩০২

আপনারে আপনি রে মন, না জান ঠিকানা

আপনারে আপনি রে মন, না জান ঠিকানা।
পরের অন্তর কেটে সমুদ্দর, কিসে যাবে জানা।।
পর অর্থে পরম ঈশ্বর,
আত্মারূপে করেন বিহার,
দ্বিদল বারামকখানা।
শতদল সহস্রদলে অনন্ত করুণা।।
কেশের আড়েতে যৈসে
পর্বত লুকায়ে আছে,
দরশন হল না।
এবার হেঁট নয়ন যার নিকটে তার সিদ্ধ কামনা।।
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন
গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জেনে নে না।
আত্মা আর পরমাত্মা নিত্য ভেদ জেন না।।

মতিলাল দাস, ‘লালন ফকিরের গান’, লালন স্মারকগ্রন্থ (আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৮

আপনারে আপনি চিনি নে

আপনারে আপনি চিনি নে।
দিন দোনের পর যার নাম অধর
তারে চিনবো কেমনে।।

আপনারে চিনতাম যদি
মিলতো অটল চরণ-নিধি
মানুষের করণ হত সিদ্ধি
শুনি আগম পুরাণে।।

কর্তারূপের নাই অন্বেষণ
আত্মার কি হয় নিরূপণ
আত্মাতত্ত্বে পায় সাধ্য ধন
সহজ সাধক জনে।।

দিব্যজ্ঞানী যে জন হলো
নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেলো
সিরাজ সাঁই লালন রৈলো
জন্ম-অন্ধ মন-গুনে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯২-৯৩

আপনারে আপনি চেনা যদি যায়

আপনারে আপনি চেনা যদি যায়
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয়।।
উপরওয়ালা সদয় বাড়ি,
আত্মারূপে অবতারি,
মনের ঘোরে চিনতে নারি
কিসে কি হয়।।

যে অঙ্গ সেই অংশ কলা
কায় বিশেষে ভিন্ন বলা
যার ঘুচেছে মনের ঘোলা
সে কি তা কয়।।

সেই আমি কি আমি আমি
তাই জানিলে যাই দুর্নামি,
লালন কয় তবে কি ভ্রমি
ভব কূপায়।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৩

আপনারে আপন চিনেছে যে জন

আপনারে আপন চিনেছে যে জন,
দেখতে পাবে সেই রূপেরই কিরণ।।
সেই আপন আপন রূপ
সেবা কোন স্বরূপ
স্বরূপেরও সে রূপ জানিও কারণ।।

সেই আপনা মোকাম
জানিয়ে প্রধান
যে জানে সেই মোকামেরই সন্ধান।
করে মোকামেরই সাধন
আরে সেই রসিক জন
উজ্জ্বলা হইয়াছে তাই এ ত্রিভূবন।।

সেই ঘরের অন্বেষণ
জানে যেবা জন
ঘরের মধ্যে আছে লতিফা ছয় জন।
ঘরে আছে পাঁচ পাঞ্জাতন
ওরে আত্মা পাঞ্চ জন
আত্মা দিয়ে আত্মার করে রে ভজন।।

সেই রসিকেরই মন
রসেতে মগন
সেইরূপ রসেতে যে জন দিয়েছে নয়ন।
ফকির লালন বলে (স্বামি)
আমার হারাইলাম আমি
আমি বিনে আমার সকল অকারণ।।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত, হারামণি। ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫

আপনার আপন খবর নাই

আপনার আপন খবর নাই।
গগনের চাঁদ ধরব বলে
মনে করি তাই।।

যে গঠেছে এ প্রেম-তরী
সেই হয়েছে চড়ন্দারী
কোলের ঘোরে চিনতে নারি
মিছে গোল বাধাই।।

আঠারো মোকামে জানা
মহারসের বারামখানা
সেই রসের ভিতরে সে-না
আলো করে সাঁই।।

না জেনে চাঁদ ধরার বিধি
কথারই কোটি সাধন করি
লালন বলে, বাদী ভেদী
বিবাদী সদাই।।

———————————-

লালন-গীতিকা, পৃ. ৫৮-৫৯

আপনাকে আপনে যে জন জানে,

আপনাকে আপনে যে জন জানে,
আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে।
সবে বলে আমি আমি,
আমি কে তা কেউ না জানে।।

ও মন আপনাকে যে চিনেছে,
নিগূঢ় তত্ত্ব সেই পেয়েছে,
সে জন নিগুমে বসে
আগমে ধরে টানে।।

ও মন মালাকুতের মোকামে পানি,
লাহুতের মোকামে অগ্নি,
জবরুতের মোকামে পানি
হাওয়া চালাচ্ছে নাসুতের মোকামে।।

ও মন তার উপরে মণিকোঠা
তাতে কিছু না যায় টোটা
সে তো বসিয়ে আছে হয়ে টোটা
সে ঢাকায় বসে দিল্লীর খবর জানে।।

———————————-

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮

আজ রোগ বাড়ালি কুপথ্য করে

আজ রোগ বাড়ালি কুপথ্য করে।
ঔষধ খেয়ে অপযশটি করলি কবিরাজে রে।।
মানলে কবিরাজের বাক্যতবে তো রোগ হত আরোগ্য
মধ্যে মধ্যে নিজে বিজ্ঞ
হয়ে রোগ বাড়ালি রে।।

অমৃত ঔষধ খালি
তাতে মুক্তি নাহি পেলি
লোভ লালসে ভুলে রইলি
ধিক তোর লালসে রে।।

লোভে পাপ, পাপে মরণ
তা কি জান না রে মন
লালন বলে, যা যা এখন
মর গে ঘোরে বিমারে।।

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ৩২০

ইবলিসের সেজদার ঠাঁই ছেড়ে

ইবলিসের সেজদার ঠাঁই ছেড়ে
চাই সেজদা করা।
হুজুরের নামাজের আইন
এমনি ধারা।।
সেজদা করছে সে তো
স্বর্গ-মর্ত্য-মাতাল জোড়া।
কোন জায়গাইয় সে বাদ রেখেছে
দেখ না তোরা।।
জায়গার মাহাত্ম্য বুঝে
সেজদা দিতে পারে যারা,
আদম কয় তাদের হবে
নামাজ সারা।।
কিসে হয় আসল নামাজ, কর সেই কাজ
ভাই সকলেরা।
লালন বলে, আখের যাতে
না যায় মারা।।

———————————-

লালন-গীতিকা, পৃ. ১৯৫-৯৬
একই অন্ত্যমিল দ্বারা চতুরঙ্গের এই গানটি রচিত হয়েছে। এতে লালনের ধ্বনি-জ্ঞান ও ছন্দ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।
ওয়াকিল আহমদঃ লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ২০৮।

একবার ভবের কেনারে লাগাও তরী

একবার ভবের কেনারে লাগাও তরী।
কোথায় রইলেন দয়াল কাণ্ডারী।।
তুমি হে করুণার সিন্ধু
অধম জনারও বন্ধু
দাও হে একবার পদবিন্দু
যেন তুফান তরিতে পারি।।
পাপী যদি না তরাবে
পতিত পাবন নাম কে শুনাবে
নামের ভরম তোমারই যাবে
কোথায় রইলে দয়াল কাণ্ডারী।।
ডুবাও ভাসাও হাতটি তোমার
তুমি বিনে কেউ নেই আমার
তাই লালন দেয় দোহাই তোমার
চরণে তুমি দেও তারি।।

হারামণি, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮৮-৮৯

এমন মানব জনম আর কি হবে

এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা কর, ত্বরায় কর এই ভবে।।
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই ।
দেব-দানবগণ,
করে আরাধন
জনম নিতে মানবে।।

কত ভাগ্যের ফলে না জানি,
মন রে, পেয়েছ এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায়
তরী সুধারায়,
যেন ভরা না ডোবে।।

এই মানুষে হবে মাধুর্য্য ভজন,
তাইতে মানুষ রূপ এই গঠিল নিরঞ্জন,
এবার ঠিকিলে আর
না দেখি কিনার,
লালন কয় কাতর ভাবে।।

———————————-

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফকিরের গান’, প্রবাসী, পৌষ ১৩২২।

এবার কে তোর মালেক, চিনলিনে তারে

এবার কে তোর মালেক, চিনলিনে তারে।
এমন জনম আর কি হবে রে।।
দেবের দুর্লভ এবার
মানব জনম তোমার
এমন জনমের আবার
করলি কি করে।।
নিঃশ্বাসের নাহি রে বিশ্বাস
পলকেতে করবে নৈরাশ
এবার মনে রবে মনের আশ
বলবি কারে।।
এখন শ্বাস আছে বজায়
যা কর রে তাই সিদ্ধি হয়
দরবেশ সিরাজ সাঁই তাই
বারে বারে কয় লালন রে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫৮

এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা

এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা।
সদ্য বাকির দায় যাবি যমুনায়
হবে রে কপালে দায়মাল ছাপা।।
কৃতি-কর্মা সেহি ধনী
অমূল্য মাণিক মণি
করিল কৃপা তোরে করিল কৃপা।
সে ধন এখন
হারালি রে মন
এমন কি তোর কপাল বদওকা।।
আনন্দ বাজারে এলে
বেপারীর লাভ করব বলে
এখন শূন্য সেদকা।
মঙ্গেরি সঙ্গে
মজে কু-রঙ্গে
হাতের তীর হারায়ে হলি ক্ষ্যাপা।।
দেখলি নে মন বস্তু খুঁজে
কাঠের মালা নেড়ে চেড়ে
মিছা নাম জপা।
লালন ফকির কয়,
কি হবে উপায়
বৈদিক রৈল যেন চক্ষু ঝাঁপা।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৮২-৮৩
লালন-গীতিকা, প্রর. ৩১১

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কেউ কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে নাহি দেবে।।
আমির ফকির হয়ে এক ঠাঁই
সবার পাওনা পাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেহ নাহি পাবে।।
ধর্ম কুল গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কেবা দেখায়ে দেবে।।

———————————-

লালন মৃত্যু-শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৫৭-৫৮

এখন আর ভাবলে কি হবে

এখন আর ভাবলে কি হবে।
কৃতি-কর্মার লেখাপড়া আর কি ফিরিবে।।
তুষেতে পাড় কেউ যদি দেয়
আর কি তাতে দানা বের হয়;
মন হল সেই তুষের ন্যায়
বস্তুহীন ভবে।।
কর্পূর উড়ে যায় সে যেমন
গোলমরিচ মিশায় তার কারণ;
মন হল গোলমরিচ তেমন
বস্তু কেন যাবে।।
কথার চিড়ে, হাওয়ার দধি
ফলার দিলে নিরবধি
লালন বলে তেমনি প্রাপ্তি
কেন না পাবে।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২৫৬-৫৭

এ দেশেতে এই সুখ হল

এ দেশেতে এই সুখ হল
আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙ্গা নৌকা
জনম গেল ছেঁচতে পানি।।
কার বা আমি, কেবা আমার
প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাই তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি।।
আর কি রে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়াল চান্দের দয়া হবে
কতদিন এই হালে যাবে
বহি এ পাপের তরণী।।
কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজন-গুণে
লালন বলে, কতদিনে
পাব সাঁইর চরণ দুখানি।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৪৮-৪৯
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ২২

ঐ রূপ তিলে তিলে জপ মন জুতে

ঐ রূপ তিলে তিলে জপ মন জুতে।
ভুল নারে মন অন্য ভোলেতে।।
গুরু রূপ ধিয়ানে রয়
কি করবে তারে শমন রায়
যায় সে গুরুর চরণ-তরীতে।।
উপর বারি সদর-আলা
স্বরূপ-রূপে করছে খেলা
স্বরুপ গুরুর স্বরূপ চেলা
কে আছে এই জগতে।।
এমনি তায় অঙ্গ ভারি
গুরু বিনে নাই কাণ্ডারী
ফকির লালন বলে, ভাসাও তরী
যা করেন সাঁই কৃপাতে।।

———————————-

লালন-গীতিকা, পৃ. ৬৩-৬৪

ও আমার মন যারে চাই

ও আমার মন যারে চাই, তারে কোথায় পাই
মনে রে কি দিয়ে বুঝাই
দেখা পাইলে চলে যাইতাম রে
যাইত এ দুনিয়ার বালাই।।
ও ছিলাম জননীর কোলে ভজন ভজিব বলে
শিশুকালে রিপু আইসে ফাঁসি দেয় গলে।
আমি মায়ায় বসে সর্বনাশে
বাজাই দোজখের নাই।।
ও গুরু, তোমার নামের অন্ত নাই, কোন নামটি শুধাই
তোমার নামের মূল অর্থ কি, আমি শুনতে চাই।
আমি চার বৎসর চার দেশে ঘুইরা রে
তাই লালন বলে, তোমারে না পাই।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮

ওরে মন আমার গেল জানা

ওরে মন আমার গেল জানা।
কারো রবে না এ ধন
জীবন যৌবন
তবে রে কেন এত বাসনা।।
একবার সবুরের দেশে
বয় দেখি দম কষে
উঠিস নেরে ভেসে পেয়ে যাতনা।।
যে করিল কালার চরণেরি আশা,
জান না রে মন তাহার কি দশা,
ভক্ত বলি রাজা ছিল
রাজত্ব তার নিল
বামন রূপে প্রভু করে ছলনা।।
কর্ণ রাজা ভবে বড় দাতা ছিল
অতিথি রূপে তার সবংশ নাশিল,
তবু না হৈল দুখি
রইল না অনুরাগী
অতিথির মন করল সান্ত্বনা।।
প্রহ্লাদ চরিত্র দেখ চিত্রধামে,
কত কষ্ট হল তার কৃষ্ণ নামে,
তারে অগ্নিতে ফেলিল
জলে ডুবাইল
তবু না ছাড়িল শ্রীনাম সাধনা।।
রামের ভক্ত লক্ষ্মন ছিল সর্বকালে,
শক্তিশেল হানিল তাহার বক্ষঃস্থলে,
তবু রামচন্দ্র প্রতি
না ভুলিল ভক্তি
লালন বলে, কর এ বিবেচনা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০১

ও মন, দেখে শুনে ঘোর গেল না

ও মন, দেখে শুনে ঘোর গেল না।
কি করিতে কি করিলাম, দুগ্ধেতে মিশিল চোনা।।
মদন রাজার ডাণ্ডা ভারি,
হলাম রাজার আজ্ঞাকারী,
যার মাটিতে বসত করি
চিরদিন তারে চিনলাম না।।
রাগের আশ্রয় নিলে তখন,
কি করিতে পারে মদন;
আমার হল কাম-লোভী মন
মদন রাজার গাঁটরি-টানা।।
উপর হাকিম একদিনে,
কৃপা করত নিজ গুণে;
দীনের অধীন লালন ভনে
যেতো রে মনের দো-টানা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫৮-৫৯

ও মন, কে তোমার যাবে সাথে

ও মন, কে তোমার যাবে সাথে?
কোথা রবে ভাই বন্ধু সব
পড়বি যেদিন কালের হাতে।।
যে আশার আশায় আসা
হল না তার রতি মাসা
ঘটালি রে কি দুর্দশা
কু-সঙ্গে কু-রঙ্গে মেতে।।
নিকাশের দায় করে খাড়া
মারবি আতশের কোড়া
সোজা করবে বেঁকাতেড়া
জোর জবর খাটবে না তাতে।।
যারে ধরে পাবি নিস্তার
তারে সদায় ভাবিরে পর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
সারে ভবের কুটুম্বিতে।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫৩-১৫৪

ও তার ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন

ও তার ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন।
কিসে চিনবি রে মানুষ রতন।।
আপনার খবর নাই অপনারে
বেড়াও পরের খবর করে
মন রে আপনারে চিনলে পরে
পরকে চেনা যায় তখন।।
ছিলি কোথা এলি কোথা
স্মরণ কিছু হল না তা
মন রে কি বুঝে মুড়াই মাথা
পথের নাই অন্বেষণ।।
যার সাথে এই দেশে এলি
তারে আজ কোথায় হারালি
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, পেট সকলি
তাই লয়ে পাগল লালন।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৬

ও জীবের ধান্ধা কেন যায় না

ও জীবের ধান্ধা কেন যায় না।
এ ভবে কয় বার আইলি, কয় বার গেলি
তাই মন কিছু ভাবলি না।।

হায়! গুরু ভজবো বলে আশা ছিল,
কাল-শমনে ঘিরে নিল,
দিনে দিনে দিন ফুরাইল,
ও আমার আসল বস্তু লুটে নিল
বোম্বেটে ছয় জনা।।

সত্য যুগে ছিলেন হরি,
দ্বাপরে রাম ধনুকধারী,
ত্রেতায় কৃষ্ণ বংশীধারী,
তাই লালন কয়, কলিতে হচ্ছে লীলা
ও নিত্য কথা কেউ কয় না।।

———————————-

হারামণি, পৃ. ৭-৮

কোন কুলে যাবি মনুরায়

কোন কুলে যাবি মনুরায়।
গুরু-কুল চায় যদি কেউ
লোক-কুল তার ছাড়তে হয়।।
দুকূল ঠিক রয় না গাঙ্গে
এক কূল রয় আর কূল ভাঙ্গে
ওমনি যেন সাধুর সঙ্গে
বেদ-বিধির কুল দূরে যায়।।
রোজা পূজা জেতের আচার
মন যদি হয় কর এবার;
বেজাতির কাজ বেদান্তর
মায়াবাদীর কার্য নয়।।
ভেবে বুঝে এক কুল ধর
দোটানায় কেন ঘুরে মর;
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোর
কু-ফুরাবে কোন সময়।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১২৪-২৫
লালন-গীতিকা, পৃ. ৩০৫-০৬
বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ৩১২

কেনে ডুবলি না মন গুরুর চরণে

কেনে ডুবলি না মন গুরুর চরণে।
এসে কাল শমন বাঁধবে কোনদিনে।।
নিদ্রাবেশে নিশি গেল
বৃথা কাজে দিন ফুরাল
চেয়ে দেখলি নে।
এবার গেলে আর হবে না।।
পড়বি কুক্ষণে।।
আমার পুত্র আমার দারা
সঙ্গে কেউ চাবে না তারা
যেতে শ্মশানে।
আসতে একা যেতে একা
তা কি জানিস্ নে।।
এখনও তোর আছে সময়
সাধলে কিছু ফল পাওয়া যায়
যদি লয় মনে।
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন,
ভ্রমে ভুলিস্ না।।

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৮০

কুলের বৌ হয়ে মন আর কতদিন

কুলের বৌ হয়ে মন আর কতদিন
থাকবি ঘরে।
ঘোমটা খুলে চল নারে যাই
সাধ-বাজারে।।
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি, কুল কি নিবি
সঙ্গে করে।
পস্তাবি শ্মশানে যেদিন
ফেলবে তোরে।।
দিস নে আর আড়াই কড়ি, নাড়ার নাড়ি
হও যেই রে।
ও তুই থাকবি ভাল সর্বকাল
যাবে দূরে।।
কুল মান সব যেজন বাড়ায়, গুরু সদয়
হয় না তারে।
লালন বেড়ায়, কাতরে বেড়ায়
কুল ঢাকে রে।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ১০

কি করি ভেবে মরি

কি করি ভেবে মরি,
মন-মাঝি ঠহর দেখি নে।
ব্রহ্মা আদি খাইছে খাবি,[১]
সেই নদীর পার যাই কেমনে।।
মাড়ুয়াবাদী যেমন ধারা,
মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে ভরা,
দেশে যায় পড়িয়ে ধড়া
সেই দশা মূল ভাব না জেনে।।
শক্তিপদে ভক্তিহারা,
কপট ভাবের ভাবুক তারা,
মন আমার তেমনি ধারা
যাকে স্মরি রাত্রদিনে।।[২]
মাকাল ফলটি রাঙ্গা চোঙ্গা
তাই দেখে মন হলি খোঙ্গা,
লালন কয়, তাল-ডোঙ্গা
কোন ঘড়ি ডোবে তুফানে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৪৯-৫০
কথান্তরঃ ১. ব্রহ্মা আদি খায় রে খাবি
২. ভাবের চুরি রাত্রদিনে
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ২৬

কি করি কোন পথে যাই মনে কিছু

কি করি কোন পথে যাই মনে কিছু
ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে ভাবছি বসে
ঐ ভাবনা।।
কেউ বলে মক্কায় যেয়ে হজ করিলে
যাবে গোনা।
কেউ বলিছে মানুষ ভজে
মানুষ হ'না।।
কেউ বলে পড়লে কালাম পায় সে আরাম
ভেস্তেখানা।
কেউ বলে ভাই ও সুখের ঠাঁই
কায়েম রয় না।।
কেউ বলে মুরশিদের ঠাঁই খুঁজিলে পাই
আদি ঠিকানা।
লালন ভেড়ে না বুঝিয়ে
হয় দোটানা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৭২;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৯;
লালন সঙ্গীত, পৃ. ৬৪ (কথান্তরঃ লালন ভেড়ে তাই না বুঝে/হয় দোটানা।।)।

কাশী কি মক্কায় যাবি রে মন, চল রে যাই

কাশী কি মক্কায় যাবি রে মন, চল রে যাই।
দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্ধ্যে বেলায় উপায় নাই।।
মক্কাতে ধাক্কা খেয়ে
যেতে চাও কাশী স্থানে
এমনি জালে কাল কাটালে
ঠিক না মানে কোথা ভাই।।
নৈবেদ্য পাকা কলা
দেখে মন ভোলে ভোলা
সিন্নি বেলায় দরগা-তলা
তাও দেখে মন খলবলায়।।
চুল পেকে হলে বুড়ো হুড়ো
না পেলে পথের মুড়ো
লালন বলে, সন্ধি জেনে
না পেলে জল নদীর ঠাঁই।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ৮-৯

কাল কাটালি কালের বশে

কাল কাটালি কালের বশে।
এবার যৌবন কাল
কামে চিত্ত কাল
মন রে কোন কালে আর হবে দিশে।।
যৌবন কালের কালে রঙ্গ দিলি মন,
দিনের দিনে হারালি পিতৃধন;
গেল রবির জোর
আঁখি হল ঘোর
কোনদিন ঘিরবে মহাকালে এসে।।
যাদের সঙ্গে রঙ্গে রলি চিরকাল
কালা কালে তারাই হবে কাল;
মন রে জান না
কার কি গুণপনা
ধনির ধন গেল সব রিপুর বশে।।
বাদী ভেদি বিবাদী সবায়
সাধন সিদ্ধি করিতে না দেয়;
নাটের গুরু হয়
লালস মহাশয়
ডুরি দেও রে লালন লোভ লালসা-রসে।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও বাব্য, পৃ. ১৫৪-৫৫

কারে দিব দোষ

কারে দিব দোষ
নাহি পরের দোষ
মনের দোষে আমি পড়লাম রে ফেরে।
আমার মন যদি বুঝিত
লোভের দেশ ছাড়িত
লয়ে যেত আমায় বিরজা পারে।।
মনের গুণে কেহ হল মহাজন,
বেপার করে পেল অমূল্য রতন,
আমারে ডুবালি অবোধ মন
এখন পারের সম্বল কিছুই না পেলাম করে।।
অন্তিম কালের কালে কি না জানি হয়,
একদিন ভাবলে না অবোধ মনুরায়
ভেবেছ দিন এমনি বুঝি যায়
সকল জানা যাবে যেদিন শমনে ধরে।।
কামে চিত্ত হত মন রে আমার,
সুধা ত্যেজে গরল খায় সে বেশুমার
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোমার
বুঝি ভগ্নদশা ভাই ঘটল আখেরে।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫৫-১৫৬

কই হল মোর মাছ ধরা

কই হল মোর মাছ ধরা।
সারা কাল ধাপ ঠেলিয়ে
হলাম কেবল বল সারা।।
একে যাই ধাপো বিলি
ওঠে শুধু শামুকের ভারা।
শুভ যোগ না পেলে সে মাছ বলে
হয় না কভু ক্ষার ছাড়া।।
কেই বলা-কওয়া করে
সেই মাছ প্রেম-সাগরে
যে চেনে নদীর ত্রিধারা।
আমি মরতে এলাম সেই নদীতে
খাটল আ খ্যাপলা-খরা।।
যেজন ডুবারু ভাল
মাছের ঝিম সেই চিনিল
ও তার শুভ হল যাত্রা
(হলাম) ধারা ঠেলা পাইট আমি, লালন
সার হল শুধু লাল পড়া।।

———————————-

তৃপ্তি ব্রহ্ম, লালন-পরিক্রমা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯

কিসে আর বোঝাই মন তোরে

কিসে আর বোঝাই মন তোরে।
দেল-মক্কার ভেদ না জানিলে
হজ কিসে হয় রে।।
দেল-মক্কা খোদ কুদরতি কাম
খোদ খোদা দেয় তাইতে বারাম
সেইজন্য নূর দেল-মক্কা নাম
সর্ব সংসারে।।
এক দেল যার জিয়ারত হয়
হাজার হাজী তার তুল্য নয়
কেতাবেতে সাফ লেখা যার
তাইতে বলি রে।।
মানুষের মক্কা গঠন
মানুষে তাই করে ভজন
লালন কয় আদি মক্কা কেমন
চিনবি কবে রে।

———————————-

লালন-গীতিকা, পৃ. ২০১-০২

কিবা শোভা দ্বিদলের ‘পরে

কিবা শোভা দ্বিদলের ‘পরে।
এক রাশ মণি-মাণিক্যের রূপ ঝলক মারে।।
আলোক-সম্ভব সে নিত্য গোলক
তাহে বিরাজ করে পূর্ণ ব্রহ্মলোক;
হলে দ্বি-দল নির্ণয়
সব জানা যায়
বাধা থাকে না সাধন-দ্বারে।।
শত কিংবা সহস্রদল
রস-রতি করে চলাচল;
দ্বি-দলেতে স্থিতি
বিদ্যুত্ আকৃতি
ষড়-দলে সে তো ষড়তত্ত্ব হয়
দশম দলে মৃণাল-গতি গঙ্গা বয়;
ও যে তীর-ধারা তার
শ্রীগুণ বিচার
লালন বলে, গুরু অনুসারে।।

———————————-

বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ১০৫
কথান্তরঃ
কিবা শোভা দ্বি-দলে ‘পরে।
রস মণি-মাণিক্যের রূপ ঝলক মারে।।
আবিম্ভ স্তম্ভেতে অনিত্য গোলক
বিরাজ করে তাহে পূর্ণ ব্রহ্মলোক;
হলে দ্বি-দল নির্ণয়
সব জানা যায়
প্রসঙ্গ থাকে না সাধন-দ্বারে।।
শত কিংবা সহস্রদল
রস-রতি রূপে করে চলাচল;
দ্বি-দলে স্থিতি
বিদ্যুত্ আকৃতি
ষড়-দলে বারাম যোগাল তারে।।
ষড়-দলে সে তো ষড়তত্ত্ব হয়
দশম দলে মৃণাল-গতি গঙ্গা বয়;
ও গো তিরোধারা তার
শ্রীগুণ বিচার
লালন বলে গুরু অনুসারে।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ১৫৫-৫৬

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে।
সে রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে।।
ফণি-মণি সৌদামিনী জিনি
এরূপ উজলে।।
অস্থি-চর্ম শূন্যরূপ
আছে মহারসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে।
ও তার এক বিন্দু অপার সিন্ধু
হয়রে এ ভূমণ্ডলে।
দেহের দল পদ্ম যার
উপাসনা নাই গো তার
কোথা কি মেলে।
তীর্থ-ব্রত যার জন্য এই দেহে তার
সব মেলে।।
রসিক যারা সচেতন
রস-রতি টেনে উজান
রূপ উদয় পেলে।
লালন গোঁড়া লেঙটি এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ ভুলে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২১৬
'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' অন্তরার 'স্বর্ণরূপ' স্থলে 'শূন্যরূপ' কথান্তর আছে। তা ছাড়া সঞ্চারী ও আভোগ এভাবে লিখিত হয়েছেঃ

উপাসনার নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।।
রসিক যারা সচেতন
রস-রতি টেনে সে জন
রূপে উদয় খেলে।
লালন গোঁড়া লেংটি এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ ভুলে।।

বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ১০১-০২
'লালন গীতিকা'য় আভোগের ৩য় চরণ "উজ্জ্বল রূপে উদয় খেলে" রূপে লিখিত হয়েছে। পৃ. ৯৭

কি আজব কলে রসিক বানিয়েছে কোঠা

কি আজব কলে রসিক বানিয়েছে কোঠা।।
শূন্যভরে পোস্তা করে তার উপর ছাদ আঁটা।।
অনন্ত কুঠরি থরে থর
চারদিকে আয়না-মহল তার
হাওয়ার পথ নাই, রূপ দেখা যায় মণি-মাণিক্যের ছটা।।
যেদিন যাবে রসিক চাঁদ সরে
হাওয়ার প্রবেশ হবে সেই ঘরে
নিভাইলে রসের বাতি ভেসে যাবে সব ঘটা।।
দেখিতে বাসনা যার হয়
দিল-দরিয়ায় ডুবলে দেখা যায়
লালন বলে, কল ছুটিলে কার আর দেখবি কেটা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০৪
এখানে ধুয়ার পূরণবাচক চরণ নেই। "লালন-গীতিকা" থেকে চরণটি গৃহীত হয়েছে। এ গ্রন্থে ভনিতার পদটি এভাবে লেখা হয়েছেঃ "লালন বলে, কল ছুটিলে দেখবি আয় মন রে কেটা।"-পৃ. ১২২-২৩

কোন রাগে সে মানুষ আছে মহারসের ধনী

কোন রাগে সে মানুষ আছে মহারসের ধনী।
পদ্মে মধু চন্দ্রে সুধা জোগায় রাত্রদিনি।।
সাধন সিদ্ধি প্রবর্ত তিন
রাগ ধরে আছে তিন জন
এ তিন ছাড়া বাগ নিরূপন
জানলে হয় ভাবিনী।।
মৃণাল গতি রসের খেলা
নব ঘাটে নব ঘেটেলা
দশমে যোগ বারি গোলা
যজ্ঞেশ্বর অযোনি।।
সিরাজ সাঁইর আদেশে লালন
বলছে বাণী শোন রে মজন[১]
ঘুরতে হবে নাগর-দোলন
না জেনে মন বাণী।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২২৬
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সংগৃহীত গানে অন্তরার ৪র্থ চরণ ‘কোথাও হয় না জানি’ এবং সঞ্চারীর ৩য় চরণ ‘দশমে যোগকারী মেলা’ রূপে লেখা হয়েছে। এখানে আভোগটি লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে, যথা-
সিরাজ সাঁইয়ের আদেশে বলছে লালন
শোন রে মন, ঘরতে হবে নাগর-দোলন
না জেনে মন এই বাণী।।
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ১১২-১৩
বস্তুত এটি ত্রুটিপূর্ণ; ছন্দ ও সুরের দিক থেকে অন্য স্তবকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লালনের গানে এরূপ অসঙ্গতি সচারচর পরিলক্ষিত হয় না।
‘লালন-গীতিকা’ঊ আভোগের ২য় চরণে ‘মজন’ স্থলে ‘রঙ্গ’ আছে। (পৃ. ৩১৩) পাঠটি শুদ্ধ নয়। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ১১৭
[১] মজন – মহাজন, মহত্ জন।

কোন রসে কোন রতির খেলা

কোন রসে কোন রতির খেলা।
জানতে হয় এই বেলা।।
সাড়ে তিন রতি বটে
লেখা যায় শাস্ত্রপাটে
সাধ্যের মূল তিন রস ঘটে
তিনশ' ষাট রসের বালা।
জানলে সে রসের মরম
রসিক তারে যায় বলা।।
তিন রস সাড়ে তিন রতি
বিভাগে করে স্থিতি
গুরুর ঠাঁই জেনে পাতি
শাসন করে নিরালা।
তার মানব জনম সফল হবে
এড়াতে শমন-জ্বালা।
রস-রতির নাই বিচক্ষণ
আন্দাজে করি সাধন
কিসে হয় প্রাপ্ত কি ধন
ঘোচে না মনের ঘোলা।
আমি উজায় কি ভেটেন[১] পড়ি
ত্রিপীনির তীর নালা।।
শুদ্ধ প্রেম-রসিক হলে
রস-রতি উজান চলে
ভিয়ানে সদ্য ফলে
অমৃত মিছরি ওলা
লালন বলে, আমার কেবল
শুধুই জল তোলা-ফেলা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০২-০৩
'লালন-গীতিকা'য় অন্তরা-সঞ্চারীর স্থান বদল হয়েছে। এ ছাড়াও কিছু পাঠভেদ আছে। কয়েকটি চরণ এভাবে লেখা হয়েছেঃ
১. মধ্যের মূল তিন রস বটে
২. জানলে সে রসের মরম/রসে কি তারে যায় বলা। (এ পাঠটি শুদ্ধ নয়)
৩. রসবতীর ন্যায় বিচক্ষণ
রসবতী উজান চলে/ ভেয়ানে শুদ্ধ ফলে/অমৃত মিছরী উলা।- পৃ. ৪৭

[১] উজান-ভেটেন – বাউলের দেহতত্ত্বে জোয়ার-ভাটার রূপক আছে। বিশেষ করে তান্ত্রিক যোগ সাধনায় এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সম্পর্কে সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী বলেন, "উজান' শব্দের অর্থ রতিক্রিয়ার সময় বীর্যের ঊর্ধগমন ক্রিয়ার অভ্যাস গঠন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি খুব বৃদ্ধি পাইয়া মানুষকে দান করে পূর্ণ মানুষ হওয়ার শক্তি সামর্থ্য। 'ভেটেল'- এই পথে বা ক্রিয়ায় বীর্যপাত হয়, সন্তান জন্মে, সিদ্ধি হয় না, অর্থাত্ ঊর্ধরেতা হওয়া যায় না। সিদ্ধ গুরুর নিকট এই 'উজান-ভেটেল' সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয়।" – বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি, পৃ. ৪৪৫

কয় দমেতে বাজে ঘড়ি করবে ঠিকানা

কয় দমেতে বাজে ঘড়ি করবে ঠিকানা।
কয় আজ দিন রজনী চলছে বল না।।
দেহের খবর যে জন করে
অনেক রূপ সে দেখতে পারে
অনেক রূপ হাওয়ায় চলে রে
কি আজব কারখানা।।
দেহ-তলায় ঘড়ি ঘোরে
শব্দ হয় শব্দের ঘরে
ও আর কলকাঠি মুকুলের দ্বারে
দমে আসল চেনা।।
দমের সঙ্গে কর সম্মিলন
অজান খবর জানবি রে মন
বিনয় করে বলছে লালন
ঠিকের ঘরে ভুল না।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ১০৬-০৭

কারে বলবো আমার মনের বেদনা

কারে বলবো আমার মনের বেদনা।
এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলে না।।
যে দুখে আমার মন
আছে সদায় উচাটন
বললে সারে না।
গুরু বিনে আর না দেখি কিনার
তারে আমি ভজলাম না।।
অনাথের নাথ যে জনা মোর
সে আছে কোন অচিন শহর
তারে চিনলাম না।
কি করি কি হয়, দিনের দিন যায়
কবে পুরবে মনের বাসনা।।
অন্য ধনের নয় রে দুখী
মন বলে হৃদয়ে রাখি
শ্রীচরণখানা।
লালন বলে, মোর পাপের নাই ওর
তাইতে আশা পূর্ণ হল না।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ১৪৭

কোথা আছে রে সেই দীন দরদী সাঁই

কোথা আছে রে সেই দীন দরদী সাঁই?
চেতন-গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর ভাই।।
চক্ষু অন্ধ দেলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদায়
বসে নিগুম ঠাঁই।।
জেন্তে যদি না দেখিবে
আর কোথা কিরূপে পাবে
ম'লে গুরু প্রাপ্ত হবে
কিসে বুঝি তাই।।
এখানে না দেখলাম যারে
চিনব তারে কেমন করে
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
দেখিতে যদি পাই।।
ঠাউরে ভজন সাধন কর
নিকটে ধন পেতে পার
লালন বলে, নিজ মোকাম ঢোঁড়
বহু দূরে নাই।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১২৪

কোন বা দেশের মানুষ গো, ও বলো

কোন বা দেশের মানুষ গো, ও বলো
কোন বা দেশে যাবো।
কোন বা দেশে গেলে দয়াল
তোমার নাগাল পাবো।।
ওরে রইলাম বিপক্ষের দেশে,
সাধন ভজন হইবে কিসে,
আমি কাল কাটালাম পরবাসে;
……..
আমার যার যা আছে,
যায় তার কাছে
……
ও আমি কার মুখপানে চাবো।।
মূল প্রবৃত্তি সাধক সিদ্ধি
ও আমার কোন দেশে নাই স্থিতি
তাই ফকির লালন বলে, কি হবে গতি
কোন গুণে সিরাজ সাঁইর চরণ পাবো।।

———————————-

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২
এই গানে অন্তরার ৪র্থ চরণ এবং সঞ্চারীর ৩য় চরণ নেই। এতে গানের অঙ্গহানি ঘটেছে। ‘ডট’ চিহ্ন দ্বারা এই ‘মিসিং’ চরণ দেখানো হয়েছে।

কোন দেশে যাবি মন, চল দেখি যাই

কোন দেশে যাবি মন, চল দেখি যাই
কোথা পীর হও তুমি রে।
তীর্থে যাবি, সেখানে কি পাপী নাই রে।।
ও কেউ নারী ছেড়া জঙ্গলেতে যায়,
স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়;
আপন মনের বাঘে যাহারে খায়
কে ঠেকায় রে।।
সঙ্গে আছে রিপু ষোল আনা জন,
তারা সদাই করে জ্বালাতন;
যথা যাবি তথায় ঘটাবে রে।।
পাগল (ও কেউ) ভ্রমি পথে
পথ না খুঁজে পায় রে।
সিরাজ সাঁই কয়, লালন
তোরও বুদ্ধি নাই রে।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ৮

খুঁজে ধন পাই কি মতে

খুঁজে ধন পাই কি মতে,
পরের হাতে ঘরের কলকাটি।[১]
শতেক তালা মালকুঠি।।[২]
শব্দের ঘরে নিঃশব্দের কুঁড়ে
সদাই তারা আছে জুড়ে,
দিয়ে জীবের নজরে ঘোর টাটি।।
আপন ঘরে পরের কারবার,
আমি দেখলাম নারে তার বাড়ি-ঘর,
আমি বেহুঁস মুটে কার মোট ঘাটি।।
থাকতে রতন ঘরে
এ কি বেহাত আজ আমারে,
লালন-বলে, মিছে ঘর-বাটি।।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লালন ফকিরের গান', প্রবাসী, মাঘ ১৩২২
কথান্তরঃ ১. পরের হাতে কলকাঠি। – বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৭৫
২. শতেক তলো আঁটা মানকুঠী। – লালন-গীতিকা, পৃ. ১০১

খাকে গড়লো পিঞ্জিরে

খাকে গড়লো পিঞ্জিরে।
এ শুকপাখি আমার কিসে গঠেছে রে।।
পাখি পুষলাম চিরকাল
নীল কিংবা লাল
একদিন না দেখলাম সে রূপ সামনে ধরে।।
আবে-খাকে পিঞ্জিরা বর্ত
আতসে হইল পোক্ত
পবন আড়া সেই ঘরে।।
আছে শুকপাখি সেথায়
প্রেমের শিকল পায়
আজব খেল খেলছে শুরু গোসাঁই মেরে।।
কিবা রে পিঞ্জিরার ধ্বজা
নিয়ে উপর নয় দরজা
কুঠুরি ঘরে ঘরে।
আছে পঞ্চ কুঠুরি তার
মাঝে মূলাধার
ও সে মূলাধারের মূল সেই শূন্য ভরে।।

———————————-

লালন-গীতিকা, পৃ. ১৫০

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।।
আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না-মহল তায়।।
কপালে মোর নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা খুলে পাখী আমার
কোন বনে পালায়।।
মন, তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কেঁদে কয়।।
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায়।।

তৃপ্তি ব্রহ্ম, লালন-পরিক্রমা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪। ঐ গ্রন্থে সঞ্চারীর ১ম চরণে ‘কপালে মোর’ স্থলে ‘কপালের ফ্যার’, ৩য় চরণে ‘খুলে’ স্থলে ‘ভেঙ্গে’ এবং ৪র্থ চরণে ‘পালায়’ স্থলে ‘লুকায়’ কথান্তর আছে। ‘বাংলার বাউল ও বাউল গানে’ গানটির সঞ্চারীর স্তবক নেই। আভোগে একটি বাড়তি চরণ যুক্ত হয়েছে। লালনের গানের সুগঠিত সুর-কাঠামোতে এরূপটি দেখা যায় না। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ১১৭
অংশটি এরূপঃ
মন, তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায়।। -বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৭৩

খুল নে কেনে সে ধন

খুল নে কেনে সে ধন,
(ও তার) গায়ক[১] বিনে।
(কত) মুক্তা-মণি রেখেছে সে ধনী,
(সে ধন) বাঁধাই করে যে[২] দোকানে।।
সাধু মহাজন যারা,
মালের মূল্য জানে তারা।
মূল্য দিয়ে লন
অমূল্য রতন
সে ধন জেনে-শুনে তারাই কেনে।।
মাকাল ফলের রতন দেখে
(যেমন) ডালে বসে নাচে কাকে।
তেমনি আমার মন
চটকে বিমন
(মন তুই) দিন ফুরালি দিনে দিনে।।
মন তোমার গুণ জানা গেল
পিতল কিনে সোনা বল।
অধীন লালন বলে, মন
চিনলি নে সে ধন
মূল হারালি (মন তুই) নিজের গুণে।।

শ্রীকরুণাময় গোস্বামী, 'হারামণি', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২২
কথান্তরঃ ১. গ্রাহক; ২. তার।
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৪০

গুরু বলে ধর পাড়ি মন হুঁস থেকে

গুরু বলে ধর পাড়ি, মন হুঁস থেকে
ও নদীর উজান বাঁকে।।
ও নদীর মাঝখানে বসি
আছে এক মেয়ে রাক্ষসী
তার সুখ-সন্তান বেশী
ও মালের জাহাজ পাইলে পরে
সে যে মাল লুটে নেয় চুমকে।।
ও নদীর তিন ধারে তিন জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন
পাহারা দিচ্ছে সর্বক্ষণ
নদীতে বান ডাকিলে সুধ উঠে রে
ও তারা পান করে বসে সুখে।।
ফকির লালন শাহ তাই কয়
নদীর বান্দাল রাখা দায়
ও যেন কোন সময় কি হয়
প্রেম-নদীতে ডুব না, কিনু
ডুব দিলে ডুব যায় ফাঁকে।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩

গুরু বল নৌকা খোল

গুরু বল, নৌকা খোল
সাধের জোয়ার যায়।
আমার মন পবনে ঢেউ উঠেছে
প্রেমের বাদাম দেও নৌকায়।।
আবার পাছের নৌকার মাঝি ভাল
তারা বেয়ে আগে গেল
ও আবার ফিরে ফিরে চায়।
আমার মন-মাঝি সে ডেকে বলে
নাও লাগাইও প্রেম-তলায়।।
একে তো মোর জীর্ণ তরী
পাপের বোঝাই হয়েছে ভারি
কোনদিন যেন ডুইবা মরি
তাই লালন বলে, গুরু আইসা হও কাণ্ডারী
সেই প্রেমের নৌকায়।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩

গুরুপদে মতি আমার হল কই

গুরুপদে মতি আমার হল কই।
সাধন আজ হবে কাল হবে বলে
কথায় কথায় দিন গেল।।
যেরূপ দেখি তাইতে আঁখি
হয়ে যায় রে বিভোল।
দীপের আলোয় দেখে যেমন
পতঙ্গ পুড়ে ম'ল।।
ইন্দ্রিয়াদি সব বিবাদী
সদায় যে বাধায় গোল।
তারা কারো কথা বলে না
উপায় কি করি বল।।
কি করিতে এলাম ভবে
কি করে জনম গেল
লালন বলে যজ্ঞের ঘৃত
সকলি কুত্তায় খেল।।

হারামণি, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে।
যাবে তার সর্বস্ব সার,
অমূল্য ধন হাতে সেই পাবে।।
গুরু হয় যার কাণ্ডারী
চালা ইয়সে অতল তরী
তুফান বলে ভয় কি তারি
নেচে গেয়ে ভবপারে যাবে।।
আগমে নিগমে এই কয়
গুরুপদে দীন দয়াময়
অসময়ে সখা সে হয়
অধীন হয়ে যে তারে ভজিবে।।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধঃপতে গতি হয় তার
লালন বলে, তাই আজ আমার
ঘুটিল বুঝি মনের কু-ভাবে।।

লালন ফকির : কবি ও কাব্য, পৃ. ১২৬

গুরুপদে ডুবে থাক রে আমার মন

গুরুপদে ডুবে থাক রে আমার মন।
গুরুপদে না ডুবিলে জনম যাবে অকারণ।।
গুরু-শিষ্য এমনই ধারা
চাঁদের কোলে থাকে তারা
আয়নাতে লাগায়ে পারা
দেখে ত্রিভুবন।।
শিষ্য যদি হয় কায়েমী
কর্ণে দেয় মন্ত্রদানী
গুরু নিজ নামে হয় চক্ষুদানী
নইলে অন্ধ দুই নয়নে।।
ঐ দেখা যায় আন্‌কা লহর
অচিন মানুষ অচিন শহর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
জনম গেল অকারণ।।

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ৩০৫

গুরু দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো সুপথে

গুরু দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো সুপথে।
তোমার দয়া বিনে তোমার সাধবো কি মতে।।

তুমি যারে হও গো সদয়
সে তোমারে সাধনে পায়
বিবাদী তার স্ববশে রয়
তোমার কৃপাতে।।
যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন
যেমত বাজায় বাজে তেমন
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হাতে।।
জগাই মাধাই দস্যু ছিল
তারে গুরুর কৃপা হল
অধীন লালন দোহাই দিল
সেই আশাতে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১২৬-২৭;
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৬৩;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৩১৭-১৮

গুরু গো সাঁই, হক নাম বল রসনা

গুরু গো সাঁই, হক নাম বল রসনা।
যে স্মরণে যাবে জীব যন্ত্রণা।।
শিয়রে শমন বসে
কোন সময় বাঁধবে কষে
ভুলে রইলি বিষয় বশে
দিশে হল না।।
কবার যেন ঘুরে ফিরে
মানুষ জনম পেয়েছে রে
এবার যেন অলস করে
সে নাম ভুল না।।
ভবের ভাই বন্ধু জ্ঞাতি
কেউ হবে না সঙ্গের সাথী
লালন বলে, মুরশিদ রতি
কর সাধনা।।

হারামণি, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছেন

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছেন
মন মতো মনোহরা।।
ঘরের আট কুঠুরী নয় দরজা
আঠাম মোকাম চৌদ্দ পোয়া
দুই খুঁটিতে পাড়া সুসারা।।
ঘরের বায়ান্ন বাজার, তেপান্না গলি
ঐ বাজারে বেচাকেনা
করে মনচোরা।।
ঘরের মটকাতে আছে
নামটি তার অধরা।
ফকির লালন বলে, ঐ রূপে নিহার রাখে
অনুরাগী যারা।।

লালন ও তাঁর গান, পৃ. ৭৭;
হারামণি, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬
গানটির ছন্দ ও অন্ত্যমিলে ত্রুটি আছে। আভোগে চরণ বিন্যাস সুসমঞ্জস নয়। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ১১৮

চল দেখি মন কোন দেশে যাবি

চল দেখি মন কোন দেশে যাবি।
অবিশ্বাস হলে কোথায় কিপাবি।।
এদেশে ভূত পেত বলে
সারে পেড়োও কয়তা দিল
পেড়োর ভূত কোন দেশে গেল
মুক্তি পায় সে ভাবি।।
মন বোঝ না তীর্থ করা
মিছামিছি হেঁটে মরা
পেড়োর কাজ পিড়েই সারা
নিষ্ঠা হয় মন যদ্যপি।।
বার ভাটি বাংলা জুড়ে
একই মাটি আছে পড়ে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ে
ঠিক দাও আপন নসিবী।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ৭

চারটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে।

চারটি চন্দ্র[১] ভাবের ভুবনে।
ও তার দুটি চন্দ্র প্রকাশ্য হয়
তাই জানে অনেক জনে।।
যে জানে সে চন্দ্র-ভেদ কথা
বলব কি তার ভক্তির ক্ষমতা
সে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অন্বেষণ
যে চাঁদ না কেউ পায় গুণে।।
এক চন্দ্রে চার চন্দ্র মিশে রয়
ক্ষণেক ক্ষণেক বিভিন্ন রূপ হয়
ও সে মণিকোঠার খবর জান গে
সকল খবর সেই জানে।।
ধরতে চায় মূল চন্দ্র কোন জন
গরল চন্দ্রের কর অন্বেষণ
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, দেখ রে লালন
বিষামৃতে মিলনে।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২১৩-১৪
'লালন-গীতিকা'য় আভোগের ২য় চরণে "গরল চন্দ্র কর নিরূপণ" কথান্তর আছে। – পৃ.১২১
[১] শুক্র, রজঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র – দেহে এই চার পদার্থকে প্রতীকের ভাষায় 'চারি-চন্দ্র' বলা হয়। বাউল দেহতত্ত্ব সাধনায় 'চারিচন্দ্র ভেদ' পদ্ধতির গুরুত্ব আছে। এই ভেদ-তত্ত্ব দ্বারাই বাউলগন অন্যান্য উপাসক সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন- একথা অক্ষয়কুমার দত্ত, শশিভূষণ দাসগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেন। – ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ১১৯

চিরকাল জল ছেঁচে আমার জল

চিরকাল জল ছেঁচে আমার জল
ছাড়ে না এ ভাঙ্গা নায়।
এক মালা জল ছেঁচতে গেলে
তিন মালা জোগায় তেতালায়।।
ছুতোর বেটার কারসাজিতে
জনম তরীর সাধ মারা নয়।
তরীর আশেপাশে কাষ্ঠ সরল
মেজেল কাঠ গড়ে চেতলায়।।
আগায় মোর মন সর্বক্ষণ
বসে বসে চোকম খেলায়।
আবার আমার দশা তলা ফাসা
জল সেচি আর গুদড়ি গলায়।।
মহাজনের অমূল্য ধন
মারা গেল ডাকনি দোলায়।
ফকির লালন বলে, মোর কপালে
কি হবে নিকাশের বেলায়।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫৬-৫৭
‘লালন-গীতিকা’য় ‘মেজেল কাঠ গড়ে চেতনায়’, ‘জল সেঁচা সার গুদড়ি গলায়’ এবং ‘মারা গেল ডাকেনি জোলায়’-এরূপ কথান্তর আছে। -পৃ.২৯৬

ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন

ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন।
কিসে চিনবি রে মানুষ রতন।।
আপন খবর নাই আপনারে,
বেড়াও পরের খবর করে,
আপন খবর জানল পরে,
পরকে চেনা যায় তখন।।
ছিলে কোথা এলে হেথা
নিরূপণ কি করিলি তা,
কি বুঝে মুড়ালি মাথা,
পথের নাই তোর অন্বেষণ।।
যার সঙ্গে এই ভবে এলি
তারে আজ কোথায় হারালি,
সিরাজ সাঁই কয়, পেট শাখালি
তাই লয়ে পাগল লালন।।

———————————-

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ৩০৮-০৯

না জেনে ঘরের খবর তাকাই আসমানে

না জেনে ঘরের খবর তাকাই আসমানে।
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঈশান কোনে।
প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে
কৃষ্ণপক্ষে অধঃ হয় বামে
আবার দেখি শুক্লপক্ষে কিরূপে যায় দক্ষিণে।।
খুঁজিতে আপন ঘরখানা
পাইতে সকল ঠিকানা
বার মাসে চব্বিশ পক্ষ, অধর ধরা তার সনে।।
স্বর্গচন্দ্র মণিচন্দ্র হয়
তাহাতে ভিন্ন কিছু নয়
এ চাঁদ ধরলে সে চাঁদ মিলে, লালন কয় তাই নির্জনে।।

_____-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০৩-০৪;
লালন-গীতিকা, পৃ. ১৬;
হারামণি, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭-০৭;
‘বাংলার বাউল ও বাউল গান’ এর প্রতি ছত্রে কিছু কথান্তর আছেঃ

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে।
চাঁদ রয়েছে চাঁদের কোলে ঈশান কোণে।
প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে
শুক্লপক্ষে আসে নেমে বামে
আবার দেখ কৃষ্ণপক্ষে কিরূপে যায় দক্ষিণে।।
খুঁজলে আপন ঘরখানা
তুমি পাবে সকল ঠিকানা
বার মাসে চব্বিশ পক্ষ, অধর ধরা তার সনে।।
স্বর্গ-চন্দ্র দেহ-চন্দ্র হয়
তাতে ভিন্ন কিছু নয়
এ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মিলে, লালন কয় নির্জনে।। - বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৪৯-৫০

নিসর্গের চন্দ্রের আবির্ভাব ও বিলয়ের সাথে মানবদেহের অভ্যন্তরে চন্দ্রের আগাম-নিগমের তুলনা করে গানটি রচিত হয়েছে। মানবদেহের ‘চন্দ্রে’র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, “বাউলরা বিভিন্ন অর্থে ‘চন্দ্র’ শব্দটি ব্যবহার করেছে। (১) শুক্র, (২) শুক্ররূপী মনের মানুষ, (৩) প্রেম, (৪) সাধনালব্ধ অনুভূতির জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, (৫) চন্দ্রবত্ জ্যোতির্ময় পদার্থ, (৬) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত্, ব্যোম -এই পঞ্চভূতের সম্মেলনে যে দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, তাহার চারিটি ভূতস্বরূপ চারিটি পদার্থ- মল, মূত্র, রজঃ, শুক্র। ইহাকে ‘চারিচন্দ্র’ বলে। - বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৩৭৫

নিরাকার ভাসছে রে এক ফুল

নিরাকার ভাসছে রে এক ফুল।
বিধি বিষ্ণু হর
আদি পুরন্দর
তাদের সে ফুল হয় মাতৃফুল।।

বলবো কি সে ফুলের গুণবিচার
পঞ্চমুখে সীমা দিতে নারে হর।
যারে বলি মূলাধার
সেও তো অধর
ফুলে আছে ধরা চোর সমুতুল।।

লীলা নিত্য পাত্রস্থিতি সে ফুলে
সাধকের মূল বস্তু এ ভূ-মণ্ডলে।
সে যে বেদের অগোচর
সে ফুলের নাগর
সাধু জনা ভেবে করেছে উল।।

কোথায় বৃক্ষ হারে কোথায় রে তার ডাল
তরঙ্গে পড়ে ফুল ভাসছে চিরকাল।।
সে যে কখন এসে অলি
মধু খায় সে ফুলি
লালন বলে, চাইতে গেলে দেয় ভুল।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২২৫;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৬৭-৬৮

‘বাংলার বাউল ও বাউল গানে’ ধুয়া ও অন্তরা স্তবকে পার্থক্য সামান্য; কিন্তু সঞ্চারী ও আভোগে বেশ পরিবর্তন আছে।
মিলে বস্তু ফুলের সাধনে
বেদের অগোচর, কেহ নাহি জানে
সেই ফুলের নগর আছে কোন স্থানে।।
সাধু জনা ভেবে করেছেন উল।।
কোথায় সে ফুলের বৃক্ষ, কোথায় সে জল
তরঙ্গের উপর ভাসছে রে চিরকাল
কখন আসে অলি
মধু খায় সে ফুলি
লালন ধরতে গেলে পায় না সে ফুল।। - বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৭৯

সঞ্চারীর মূল কাঠামোটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এ পাঠ গ্রহণযোগ্য নয়। আভোগে কাঠামোটি ঠিক আছে; কতক শব্দের কথান্তর আছে। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ১২৪

পারে যাবি কি ধরে রে মন

পারে যাবি কি ধরে রে মন
যেতে হুজুরে তরঙ্গ ভবে ভেবে দেখ মন।।
ইসরাফিলের শিঙ্গা রবে,
জমিন আসমান উড়ে যাভে,
হবে নৈরাকারময়
কে ভাসবে কোথায়
.....
চুলের সাঁকো তাতে হীরার ধার,
ভাসছে রে সেই তুফানের উপর,
তাতে নজর হবে না
কোথায় দিবে পা
সেই পথে।।
পাপী অধম যার হেল্লা,
তরে যাবে পারের বেলা,
লালন বলে মন
কি করিস এখন
ভবে চিনলেম না তারে।।

হারামণি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩০, পৃ. ৫৭
মনসুরউদ্দীন জৈনিক ফকির সাঁইয়ের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। গানটিতে নানা ধরনের ত্রুটি আছে। অন্তরার সমাপ্তিসূচক চরণটি নেই; 'ডট' চিহ্ন দিয়ে তা বুঝানো হয়েছে। ধুয়ার সাথে সঞ্চারীর ও আভোগের শেষ চরণে অন্ত্যমিল রক্ষিত হয় নি। তিনি এসব প্রশ্ন তোলেন নি। একাধিক পাঠ না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে সমধান দেওয়া সম্ভব নয়। – ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ৮১

পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে

পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে।
ও মন, দেখ দেখ মনুরা হয়েছে উদয়
কি আনন্দময় সাধ বাজারে।।
সাথের বাজারে রে মন
বনের কাষ্ঠ হয় চন্দন
হেন পদে নিষ্ঠা যার
না হয়, তার
না জানি কি কপালে আছে রে।।
যথা রে মন সাধুর বারাম
তথা সাধ বারাম নিরন্তর
সেই রে সাধ সভায়,
এনে মন আমার
আবার যেন ফেরে ফেলিস্ না রে।।
সাধুর গুরুর এই মহিমা,
দেবাদিতে নাই রে সীমা,
লালন কয়, রে মন
খোদাজীর আরাধন
সাধুর সঙ্গে রঙ্গ বেশ কর রে।।

হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২

পাগল দেওয়ানের মন কি ধন দিয়ে পাই

পাগল দেওয়ানের[১] মন কি ধন দিয়ে পাই।
বলি যে আমার আমার,
আছে কি ধন আমার,
সদা মনে মনে ভাবি তাই।।
দেহ ধন মন দিতে হয়,
সেও ধন তারি, আমার তো নয়,
আমি মুটে মোট চালাই।
আবার ভেবে দেখি,
আমিই বা কি,
তাও তো আমার হিসাব নাই।।
ও সে পাগলটার যে পাগলা খিজি,
নয় সামান্য ধনে রাজি,
কোন ভাবে কোন ভাব মিশাই।
পাগলা ভাব না জেনে,
যদি যায় শ্মশানে[২],
পাগল হয় কি অঙ্গে মাখলে ছাই।।
ও সে পাগল ভেবে পাগল হলাম,
সেই পাগল কই সরল হলাম,
আপন পর তো ভুলি নাই।
অধীন লালন বলে,
আপনার আপনি ভোলে
ঘটে প্রেম, পাগলের এমনি বাই।।[৩]

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লালন ফকিরের গান', প্রবাসী, মাঘ ১৩২২
লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯২-১৯৩
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৮৬

কথান্তরঃ
১. দেওয়ানার
২. যদি কেউ যায় শ্মশানে
৩. ও সে পাগল ভেবে পাগল হলাম
আপন পর তো ভুলি নাই।
অধীন লালন বলে,
আপনার আপনি ভুলে
ঘটে প্রেম, পাগলের এমনি বাই।।

পূর্ণচন্দ্র উদয় কখন কর মন বিবেচনা

পূর্ণচন্দ্র উদয় কখন কর মন বিবেচনা।
আগমে আছে প্রকাশি
ষোল কলাই পূর্ণশশী
পনেরই পূর্ণমাসী
শুনে মনের ঘোল গেলনা।
সাতাইশ নক্ষত্র সাঁইত্রিশ যোগেতে
কোন সময় চলে সাইত্রিশেতে
যোগের এমনি লক্ষণ
অমৃত ফলের স্থান
জানত যদি দরিদ্র মন
অশুসার কিছুই রইত না।।
পূর্ণিমার যোগাযোগ হলে
শুকনা নদী উজান চলে
ত্রিবেণীর পিছল ঘাটে
নিঃশব্দে বন্যা ছোটে
চাঁদ-চকোরে ভাটার চোটে
বাঁধ ভেঙ্গে যায় তৎক্ষণা।।
নিচের চাঁদ রাহুতে ঘেরা
গগন চাঁদ কি পাব ধরা
দখল হয় রে অমাবস্যে
তখন চন্দ্র রয় কোন দেশে
লালন ফকির হারায় দিশে
চোখ থাকতে হয়ে কানা।।

লালন-সঙ্গীত, পৃ. ১০৮

বেদে কি তার মরম জানে

বেদে কি তার মরম জানে।
যেরূপ সাঁইর লীলা খেলা আছে
এই দেহ-ভুবনে।।
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার
মানুষতত্ত্ব ভজনের সার
বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মানে।।
গোলে হরি বলিলে কি হয়
নিগূঢ় তত্ত্ব নিরালা পায়
নীরে ক্ষীরে যুগলে রয়
(সাঁইর) বারামখানা সেইখানে।।
পড়িলে কি পায় পদার্থ
আত্মতত্ত্বে যারা ভ্রান্ত
লালন বলে, সাধু মহান্ত
সিদ্ধি হয় আপনারে চিনে।।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফকিরের গান’, প্রবাসী, মাঘ ১৩২২;
লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৮৫-৮৬;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৯১;
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৭১

বসত বাড়ীর ঝগড়া-কেজে

বসত বাড়ীর ঝগড়া-কেজে
আমার তো মিটল না।
কার গোহালে কে ধুঁয়া দেয়
সব তা-না-না।।
ঘরের চোরে মারে ঘর
বসতের সুখ হয় কি তার
ভূতের কীর্তি তেমন প্রকার
এমন তার বসতখানা।।
দেখে শুনে আত্মকলহ
কর্তা ব্যক্তি হত হল
সাক্ষাতে ধন চোরে গেল
এ লজ্জা তো যাবে না।।
সর্বজয় হাকিমের তরে
আরজি করি বারে বারে
লালন বলে, আমার ‘পরে
একবার ফিরে চাইলে না।।

———————————-

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৭৭

মন কি তুই ভোড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া।

মন কি তুই ভোড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া।
সদরের কাজ করছো সদায়,
পাছ-বাড়িতে নাই বেড়া।।
কোথা বস্তু কোথা রে মন
চৌকি পাহারা দেয় হামেশা কোন
কাজ দেখি পাগলের সমান
কথায় যেমন কাঠ ফাড়া।।
কোন কোণায় কি হচ্ছে ঘরে
একদিন তো দেখলি নারে
পৈতিক ধন নিলো চোরে
হলি রে তুই ফোকতারা।।
পাছ-বাড়ি আঁট করো
ঘর-চোরারে চিনে ধরো
লালন বলে, নইলে তোর
থাকলে না মূল এক কড়া।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০০
'লালন-গীতিকা'য় ধুয়ার 'কাজ' স্থলে 'সাজ', সঞ্চারীর 'ফোকতারা'র স্থলে 'কোকতারা' এবং আভোগের 'আঁট' স্থলে 'আটন' কথান্তর আছে। পৃ. ২৯৩-৯৪

মধুর দেল দরিয়ায় ডুবিয়া কর ফকিরি

মধুর দেল দরিয়ায় ডুবিয়া কর ফকিরি।
কর ফকিরি চাড় ফকিরী, হবে আখেরী।।
খোদার তত্ত্ব বান্দার দেল যথা
বলেছে কোরানে খোদে খোদ কর্তা
আজাজিলের পর হল খাতাদার
মন না ডুবিলি গভীরি।।
জানতে হয় সে দলের চৌদ্দ ঘর
আঠার মোকাম চারেতে প্রচার
লা-মোকাম তাহার উপর
নিজের আসন সেই পুরী।।
দেল-দরিয়ার ডুবারু যে হয়
আলখানার ভেদ সেই জানতে পায়
আলে আজব কল, দ্বিদলে আরাম
ফকির লালন খোঁজে বাহিরী।।

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৮৫

মানবদেহের ভাব জেনে কর সাধনা

মানবদেহের ভাব জেনে কর সাধনা।
দেল কোরান না পড়িলে আয়াত কোরান পড়লে
কিছু হবে না।।
মুণ্ডেতে 'মিম' আলো
'হে'তে মগজ ছিল
'তে' 'যে' তে দুই কান জানা গেল
'আয়েন' 'গায়েনে' দুই নয়না।।
অধর যুগলে 'লাম' 'মিম'
সর্ব অঙ্গে 'আলেফে'র চিন
আরও দু বাজুতে 'সিন' 'ছিন'
মুখেতে 'বে'র গঠনা।।
'লাম' 'আলিফ' নাসিকাখানি
'ছিয়া'তে দুই কণ্ঠধ্বনি
'মিমে' হয় জেকের ধ্বনি
'হে' তে হাড়ের গঠনা।।
'ফে'তে ফোঁফড়া পানি পুরা
'কাফে'তে কলিজা ঘিরা
আরও বড় 'কাফ' নাড়িতে ঘিরা
'জে'তে দমের ঠিকানা।।
'তই' 'জই' তিল্লিতে ছিল
'ছোয়াত' 'দোয়াত' হৃদে রাখিল
'নফস'তে 'নু' হরফ হল
রূপেতে ভেদ যায় জানা।।
আরও টিমটিমারী 'হামজা' আরে
জেনে নেও মুরশিদের ধারে
'দাল' 'জাল' দুই জানুর 'পরে
দলিতে তার নিশানা।।
দশ হরফে সাধনের গতি
সাধনে জ্বলে জ্ঞানের বাতি
নিষ্ঠায় রেখ রতি মতি
গুরু কর ভজনা।।
আরও লাহুত নাছুত মলকুত জবরুত
ছয় লতফা ঐ দেহে মজুত
দরবেশ লালন কয়, দিয়াছে মাবুদ
এই 'জি'তে কেন খোঁজ না।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৩

মনে রে বুঝাবো কত

মনে রে বুঝাবো কত।
যে পথে মরণ-ফাঁসী
সেই পথে মন সদায় রত।।
যে জল লবন জন্মায়,
সেই জলে লবন গলে যায়,
তেমনি আমার মন মনুরায়
মরণ-ফাঁসি নিচ্ছে সে ত।।
চারের লোভে মৎস্য গিয়ে
পড়ে সে চারের উপরে,
তেমনি আমার মন ভেড়ে
একা একা হচ্ছে হত।।
সিরাজ সাঁই দরবেশের বাণী,
বুঝবি লালন দিনি দিনি
শক্তিহারা ভাবুক যিনি
সেকি পাবে গুরুর পদ।।

হারামণি, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০

মনেরে বুঝাইতে আমার হল দিন আখেরী

মনেরে বুঝাইতে আমার হল দিন আখেরী।
বোঝে না মন আপন মরণ একি অবিচারী।।
ফাঁদ পাতিলাম শিকার বলে
ফাঁদ উঠিল আপন গলে
এ লজ্জা কি যাবে ধুলে
ভবের কাছারী।।
পর ক্ষেতে যাই লোভ দেখিয়ে
আপনি পড়ে লোভে খেয়ে
হাতের মামলা হারা হয়ে
এখন কেঁদে ফিরি।।
ছা'র জন্য আনিলাম আদার
আদারে ছা খেল এবার
লালন বলে এবার আমার
ভগ্নদশা ভারি।।

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ৩১৫

মনের হল মতি মন্দ

মনের হল মতি মন্দ
তাইতে রইলাম আমি জন্ম-অন্ধ।।
ভব-রঙ্গে থাকি মজে
ভাব দাঁড়ায় না হৃদয় মাঝে,
গুরুর দয়া ভবে কিসে
দেখে ভক্তিবিহীন পশুর ছন্দ।।
ত্যজিয়ে রে সুধা রতন
গরল খেয়ে ঘটায় মরণ,
মানিলে সাধ গুরুর বচন
তাইতে মূল হারায়ে শেষ হইবে ধন্ধ।।
বালক-বৃদ্ধ সকলি কয়
সাধুচিত্ত আনন্দময়
লালন বলে আমার সদায়
যায়না মনের নিরনন্দ।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১২৩;
লালন-গীতিকা, পৃ. ১৩১ (সঞ্চারীর ৩য় চরণ এভাবে লেখা হয়েছে – "আমি মানিনে সাধু গুরুর চরণ।")
হারামণি, ৫ম ও ৭ম খণ্ডে গানটির সামান্য কথান্তর আছে। ৭ম খণ্ডে ধুয়া ও সঞ্চারী লেখা হয়েছে এভাবে -
ধুয়াঃ
মনের হলে মন্দ
জন্ম থাকি রইলাম জন্ম-অন্ধ।
সঞ্চারীঃ
ত্যাগিয়া অমূল্য ধন
গরল খেয়ে ঘটায় মরণ
মানি না সেই গুরুর বচন
মূল হারিয়া হইল ধন্ধ।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭; ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬।

মনের লেঙ্গুটি এঁটে কর রে ফকিরী

মনের লেঙ্গুটি এঁটে কর রে ফকিরী।
আমানতের ঘরে যেন না হয় নাক চুরি।।
এদেশে দেখি সদায়
ডাকিনী বাঘিনীর ভয়
দিনেতে মানুষ ধরে খায়
থাকবে হুঁসিয়ারী।।
বারে বারে বলি মন
কররে আত্ম সাধন
আকর্ষণে দুষ্ট মার
ধরি ধরি।।
কাজ দেখি বড় ফোড়ে
লেংটি তোমার নড়বড়ে
খাটবে নারে লালন ভেড়ে
টাকশালে চাতুরী।।

———————————-

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ৩১৯

মনের মনে হল না একদিনে

মনের মনে হল না একদিনে।
আমি আছি কোথা যাব, কোথায় কার সনে।।
আমার বাড়ি আমারি ঘর
বলা কেবল ঝকমারি সার
পলকে সব হবে সংহার
কোনদিনে।।
পাকা দালান কোঠা দিব
মহাসুখে বাস করিব
মনে ভাবলাম না যে কখন যাব
শ্মশানে।।
কি করিতে কিবা করি
পাপে বোঝাই হইল তরী
লালন কয় তরঙ্গ ভারি
সামনে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৩;
'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' (পৃ. ২৩) সামান্য পাঠভেদ আছে। এখানে ১ম চরণটি হল – "মনের মনে ঠিকানা হলো না একদিনে।" সঞ্চারীর স্তবকটি এভাবে লেখা হয়েছেঃ
পাকা দালান কোঠা দিব
মহাসুখে বাস করিব (আছে মনে)।
ভোলা মন যে কখন যাবে শ্মশানে।।

মন রে আত্মতত্ত্ব না জানিলে

মন রে আত্মতত্ত্ব না জানিলে
ভজন হবে না, পড়বি রে গোলে।।

আগে জান গে কালুল্লা
আয়নাল হক আল্লা
যারে মানুষ বলে।
পড়ে ভূত মন আর
হোস নে বারংবার
একবার দেখ না প্রেম নয়ন খুলে।।

আপনি সাঁই ফকির
আপনি হয় ফিকির
ও সে নিলে ছলে।
আপনারে আপনি
ভুলে রব্বানি
আপনি ভাসে আপন প্রেম বলে।।

লা-এলাহা এন্তান
এল্লাল্লাহ জীবন
আজ প্রেম জাগলে।
লালল ফকির কয়,
যাবি মন কোথায়
আপনারে আজ আপনি ভুলে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৮১;
লালন-গীতিকা, পৃ. ১৭১ (কথান্তরঃ'আজ প্রেম জাগলে' স্থলে 'আছে প্রেম যুগলে')।

মন বিবাগী বাগ মানে না রে

মন বিবাগী বাগ মানে না রে।
যাতে অপমৃত্যু হবে তাই সদায় করে।।
কিসে হবে আমার ভজন সাধন
মন হল না আমার মনেরই মতন
দেখে শিমুল ফুল
সদাই বেয়াকুল
(মনকে) বুঝাইতে নারি জনম ভরে।।
মনের গুনে কেহ মহাজন হয়
ঠাকুর হয়ে কেহ নিত্য পূজা খায়
আমার এই মনে তো
আমার করলে হত
দুকূলো হারাইলাম মনেরই ফেরে।।
মনের মত মনকে পেলাম না
কিরূপে আজ করি সাধনা
লালন বলে, আমি
হলাম পাতালগামী
কি করিতে এসে, গেলাম কি করে।।

———————————-

লালন-গীতিকা, পৃ. ১৩৩-৩৪

মন, তোরে আজ ধরতে পারতাম হাতে

মন, তোরে আজ ধরতে পারতাম হাতে।
দেখতাম হারে মন কি করে
সদায় আলসে মাতে।।
ও মন, সদায় বর আর ভুলব না
তিলেক তা ঠিক থাকে না
দুষ্ট লালসা দোষে মনা
মজালি আমারে নানা মতে।।
কি কব বেহাত আমার
নইলে কি মন এ তাল তোমার
আমি পাইনে গুনে তালের শুমার
কোন তালে আমায় নাচাও কোন পথে।।
ক্রমে তনু পল ভাটি
আর কবে মন হবা খাঁটি
লালন বলে, নারদ-কাঠি
বাজলে অমনি নেচে ওঠ তাতে।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ১৩৪।
"ক্রমে তনু পল ভাটি/আর কবে মন হবা খাঁটি" চরণ থেকে প্রতীত হয়, গানটি বৃদ্ধ বয়সে লেখা।- ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ৮৯।

মন, তোর আপন বলতে কে আছে

মন, তোর আপন বলতে কে আছে?
কার কান্দায় কান্দ মিছে।।
থাক সে ভবের ভাই-বেরাদর,
প্রাণ-পাখি সে হয় আপনার,
পরের মাথায় মজিয়ে এবার
প্রাপ্ত ধন হারায় পাছে।।
সারা নিশি দেখ মনুরায়,
নানান পক্ষী এক বৃক্ষে বয়,
যাবার বেলায় কে কারে কয়
দেহ-প্রাণ তেমনি সে যে।।
মিছে মায়ায় মদ খেও না,
প্রাপ্ত পথ ভুলে যেও না,
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি ক'য় যুগের পেঁচে।।
আসতে একা এলি রে মন,
যেতে একা যাবি তখন,
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন,
কার নাচায় নাচো মিছে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫২-৫৩;
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৩২;
লালন-গীতিকা, পৃ. ১৭-১৮।
এ গানে একটি অতিরিক্ত স্তবক আছে। 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' ২য় স্তবকের প্রথম চরণে 'সারা নিশি'র স্থলে 'দিবানিশি' কথান্তর আছে। 'লালন-গীতিকা'য় অন্তরা ও সঞ্চারীর স্থান-বদল হয়েছে।

মন তুমি সহজে কি সই হবা

মন তুমি সহজে কি সই[১] হবা।
ভাবার ঘরে মুগুর পলে
সেই দিনে গা টের পাবা।।
চিরদিন ইচ্ছা মনে তুমি
আইল ড্যামাইয়া ঘাস[২] খাবা।
বাহার[৩] তো গেল চলে
পথে যাও ঠ্যালা পেলে
কোনদিন পাতাল ধাবা।
তবু তোমার যায় না এবার
ট্যারা চলন বদ-লোভা।।
সুখের আশা থাকলে মনে
দুখের ভার নিদানে
অবশ্য মাথায় নিবা।
ইল্লতে[৪] স্বভাব হলে
পানিতে যায় না ধুলে
খাজলতি[৫] কিসে থুবা।
ফকির লালন বলে, হিসাব কালে
সকল ফিকির হারাবা।।

লালন-পরিক্রমা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০, ৪৪
১. সই- সোজা;
২. ড্যামাইয়া- ডিঙাইয়া; (আঞ্চলিক শব্দ)। 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া' প্রবাদের সমতুল 'আইল ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া' প্রবাদটি।
৩. বাহার- চমক, এখানে যৌবনকাল;
৪. ইল্লত- খারাপ;
৫. খাজলত<খাসলত-বদ স্বভাব।

মন আমার তুই করলি একি ইতরপনা

মন আমার তুই করলি একি ইতরপনা।
দুগ্ধেতে যেমন রে তোর মিশল চোনা।।
শুদ্ধ রাগে থাকতে যদি
হাতে পেতে অতল নিধি,
বলি মন তাই নিরবধি
বাগ মানে না।।
কি বৈদিকে ঘিরল হৃদয়,
হল না সু-রাগের উদয়,
নয়ন থাকিতে সদায়
হলি কানা।।
বাপের ধন তোর খেলো সর্পে
রাগ-চক্ষু নাই দেখবি কারে
লালন বলে হিসাব কালে
যাবে জানা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫৪;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৪২-৪৩

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে।
দেখ না রে সব হাওয়ার খেলা,
বন্ধ হতে দের কি হবে।।
থাকতে হাওয়ার হাওয়াখানা
মওলা বলে ডাক রসনা
মহাকাল বসেছে রানায়
কখন জানি কু ঘটাবে।।
বন্ধ হইলে এ হাওয়াটি
মাটির দেহ হবে মাটি
দেখে শুনে হওনা খাঁটি
কে তোরে কতই বুঝাবে।।
ভবে আসার আগে তখন
বলেছিলে করবো সাধন
লালন বলে, সে কথা মন
ভুলেছ এই ভবের লোভে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২১৮-১৯;
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৩৭-৩৮;
কথান্তরঃ
মন আমার কি ছার গৌরব করছো ভবে!
দেখ না রে সব হাওয়ার খেলা,
হাওয়া বন্ধ হতে দেরী কি হবে?
থাকতে হাওয়ার হাওয়াখানা
মওলা বলে ডাক রসনা
মহাকাল বসেছে রানায়
কখন যেন কু ঘটাবে।
বন্ধ হলে এ হাওয়াটী,
মাটীর দেহ হবে মাটী
দেখে শুনে হওনা খাঁটী
মন! কে তোরে কত বুঝাবে।।
ভবে আসার আগে যখন,
বলেছিলে কর্ম সাধন
লালন বলে সে কথা মন,
ভুলেছো এই ভবের লোভে।।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ‘শাহ লালন ফকিরের গান’, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৩;
হারামণি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৪;
হারামণি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯

মন আমার আজ পড়লি ফেরে

মন আমার আজ পড়লি ফেরে।
দিন দিন তোর পৈতৃক ধন গেল চোরে।।
মায়া-মদ খেয়ে মনা
দিবানিশি ঝোঁক ছোটে না,
পাঁচ বাড়ির উল হল না
কে কি করে।।
ঘরের চোরে ঘর মারে মন,
যায় না ঘুম জানবি কখন,
একবার দিলে না নয়ন
আপন ঘরে।।
ব্যাপার করতে এসেছিলি,
আসলে বিনাশ হলি,
লালন তুই হুজুরে গেলি
বলবি কি রে।।

বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৩১;
হারামণি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫

মন আইন মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি

মন আইন মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি।
কাল-শমন এলে হবে কি।।
ভাবিতে দিন আখের হল,
ষোল আনা বাকি প'ল,
কি আলস্য ঘিরে এল,
দেখ্‌লি নে খুলে আঁখি।।
নিষ্কামী নির্বিকার[১] হলে,
জীয়ন্তে[২] মরে যোগ সাধিলে
তবে খাতায় ওয়াশিল[৩] পাবে,
নইলে উপায় কই দেখি।।
শুদ্ধ মনে সকলি হয়,
তাও তো এবার জোটিল না তোমায়,[৪]
লালন বলে, করবি হায় হায়,
ছেড়ে গেলে প্রাণ-পাখি।।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লালন ফকিরের গান', প্রবাসী, মাঘ ১৩২২
কথান্তরঃ
১. নির্বিচার;
২. জেন্তে;
৩. উশুল;
৪. তত্ত্বে তো এবার জোটে না তোমায়।
লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৩৬ (?)

যে জন হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতেছে

যে জন হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতেছে,
ঘুচেছে তার মনের আঁধার, সে যে
দিন ছাড়া নিরিখ বেঁধেছে।।
হাওয়ার দমে বেঁধে ভেলা
অধর চাঁদ মোর করছে খেলা
ঊর্ধে নালে সদা চলা
বহু সাধন-গুণে কেউ দেখেছে।।
হাওয়া দ্বারে দম কুঠরি
মাঝখানে অটল বিহারী
শূন্য বিহার স্বর্ণ পুরী
কলকাঠি তার ব্রহ্মদ্বারে আছে।।
মন ছুটে প্রেম-ফাঁসি করে
জান শিকারী শিকার ধরে
ফকির লালন কয়, বিনয় করে
সে ভাব ঘটল না মোর হৃদয়-মাঝে।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ১০৬
লালন-সঙ্গীত, পৃ. ১০৯

শহরে ষোল জনা বোম্বেটে

শহরে ষোল জনা বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিলো তার সব লুটে।।
পাঁচ জন ধনী ছিল
তারা সব ফতুর হল
কারবারে ভঙ্গ দিল
কখন জানি যায় উঠে।।
রাজেশ্বর রাজা যিনি
চোরেরও শিরোমণি
নালিশ করিব আমি
কোনখানে কার নিকটে।।
গেল গেল ধন-মান নামায়
খালি ঘর দেখি জমায়
লালন কয়, খাজনার দায়
তাও কবে যায় লাটে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২২৩
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৫৫
হারামণি, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮
লালন-গীতিকা, পৃ. ১৪

সুফলা ফলাচ্ছে গুরু মনের ভাব জেনে

সুফলা ফলাচ্ছে গুরু মনের ভাব জেনে।
মন-প্রাণে অবাক করে ডাকছে তারে যে জনে।।
যার দেহে নাই প্রেমের অঙ্কুর
সাধন ভজন সব হবে দূর
যার হিংসায় ভরা দেল-সমুদ্দুর
শুদ্ধ হবে কেমনে।।
যার দেহে রয় কুটিলতা
মুখে বলে সে সরল কথা
ও অন্তরে যার গরল গাথা
প্রাপ্তি হবে কেমনে।।
লালন বলে, রূপ নয়নে
আছে যে জন যোগ ধ্যানে
কাজ কিরে তার লোক জানানে
সাধন করে নির্জনে।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮

হুজুরে কার হবে রে নিকাশ দেনা

হুজুরে কার হবে রে নিকাশ দেনা।
পঞ্চ জন আছে ঘরে বেরাদর
তার ষোল জনা।।
পণ্ডিত এ পাঠের কাছে
জনম ভরে শুধায় এসে
ঘোর গেল না।
পরে লয় পরের খবর
নিজের খবর নিজে হয় না।।
ক্ষিতি জল বাউ হুতাশনে
যার যার বস্তু সেই সেখানে
মিশবে তাই (মনা)
আকাশে মিশবে আকাশ
জানা গেল পঞ্চ বেনা।।
দেহের আত্মা কর্তা কারে গলি
আওনা যাওনা।
সেই মহলে লালন কোন জন
তাও লালনের ঠিক হল না।।

———————————-

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৮০

হায় কি আজব কল বটে।

হায় কি আজব কল বটে।
কি ইসারায় টিপে দেয়
অমনি ছবি যায় উঠে।।
অগ্নি জল হতে সে কল সদা নাচে ভিতরেতে।
ধড়ফড় করে চলছে ছবি
কোন টিপে দাঁড়ায় হেঁটে।।
হু হু শব্দে ধূম উঠছে কল ফেটে।
একজনা সে ভিতর ঝোঁকে
তার জাগা ঐ বার পিটে।।
দমের ঘরে রয়েছে সকল কলের মূল গুটে
লালন বলে, সব অকারণ
কখন সে কল যায় কেটে।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ১০৫

হায় একি কলের ঘরখানি বেঁধে

হায় একি কলের ঘরখানি বেঁধে
সদায় বিরাজ করে সাঁই আমার।।
দেখবি যদি সে কুদরতি
দেল-দরিয়ার খবর কর।।
জলের জোড়া সকল সেই ঘরে
তার খুঁটির গোড়া শূনের উপরে
শূন্য ভরে সন্ধি করে
চার যুগে আছে অধর।।
তিল পরিমাণ জায়গা বলা যার
শত শত কুঠরি কোঠা তার
ও তার নিচে-উপর নয়টা দুয়ার
নয় রূপে সাঁই দিচ্ছে বার।।
ঘরের মালিক আছে বর্তমান একজন
তারে দেখলি নারে, দেখবি আর কখন
সিরাজ সাঁই কয়, লালন
তোমায় বলব কি সাঁইর কৃতি আর।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২১১-২১২

হাওয়ার ঘরে দম আটকা পড়েছে

হাওয়ার ঘরে দম আটকা পড়েছে
কি অপরূপ কারখানা।
শুদ্ধ হাওয়া-কলে অনেক দমে চলে
হাওয়া নির্বাণ হলে দম থাকে না।।
হাওয়া দমে জেকার গণি
নিগুম তত্ত্ব শুনি
বলতে ডরাই সেসব অসম ভাব-বাণী
লীলে নিত্যকারী
হাওয়া যোগেশ্বরী
হাওয়ার ঘরে দমের হয় লেনাদেনা।।
নির্মল হাওয়ার গুণ বলবো কি আর
এক সঙ্গে দম হলো আর
অঙ্গে হাওয়া দম খেলছে সদায়
ঘরে কলকাঠি যার হাতে বাহিরে সে জনা।।
যেজন হাওয়া-শক্তি ধরে
যোগে জানতে পারে
নিগূঢ় করণ কারণ সেই যাবে সেরে
লালন বলে, মোরে
কোলে বিষম ঘোর
হাওয়ার ফাঁদ পাতিলে যেত সব জানা।।

———————————-

লালন-গীতিকা, পৃ. ১৪৬

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফান্দ পেতে

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফান্দ পেতে।
সে কি সামান্য চোর ধরবি কোনা-কাঞ্চিতে।।
পাতালে চোরের বহর
দেখায় আসমানের উপর
তিন তারে করেছে খবর
হাওয়ার মূল ধরতে তাতে।।[১]
কোথা ঘর কি বাসনা
কে জানে ঠিক ঠিকানা
হাওয়ায় তার বারামখানা
শুভ শুভ যোগমতে।।[২]
চোর ধরে রাখবি যদি
হৃদ-গারদ কর গে খাঁটি
লালন কয়, নাটিখুঁটি
থাকতে কি সে দেয় ছুঁতে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০৯-১০
অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'লালন ও তাঁর গান' গ্রন্থে গানটির শব্দে ও চরণে পাঠভেদ আছে। গানটি উদ্ধৃত করা হলঃ

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফান্দ পেতে।
সে কি সামান্য চোরা ধরবি কোণা-কাঞ্চিতে।।
পাতালে চোরের বহর
দেখায় আসমানের উপর
তিন তারে হচ্ছে খবর
গুবাগুব যোগমতে।।
কোথা ঘর কি বাসনা
কে করে ঠিক ঠিকানা
হাওয়ায় তার লেনাদেনা
হাওয়া মূলাধার তাতে।।
চোর ধরে রাখবি যদি
হৃদ-গারদ কর গে খাঁটি
লালন কয়, নাটি-খুঁটি
থাকতে কি তোকে দেয় ছুঁতে।। - লালন ও তাঁর গান', পৃ. ৭৯

অন্তরা ও সঞ্চারীর ৪র্থ চরণের স্থান বদল হয়েছে।
'লালন-গীতিকা'য় এরূপ কথান্তর আছেঃ
[১] হাওয়া মূলাধার তাতে
[২] হাওয়ায় তার লেনা-দেনা। -পৃ. ৩৪-৩৫

'লালন ও তাঁর গান'-এর সাথে এ পাঠের মিল আছে। এসব পাঠ মিলিয়ে একটি সঠিক পাঠ নির্ণয় করা যায়। প্রথম পাঠে স্বচ্ছন্দতা অধিক। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ১২৩

ধড়ে কোথায় মক্কা-মদিনা

ধড়ে কোথায় মক্কা-মদিনা
চেয়ে দেখ এক নজরে।
ধড়ের খবর না জানিলে
ঘোর যাবে না কোনদিনে।।
ওহাদানিয়েত্[১]-এর রাহা
ভুল যদি মন কর তাহা
হুজুরেতে পথ পাবা না
ঘুরবি কত ভুবনে।।
উপরওয়ালা সদর বাড়ি
অচিন দেশে তার কাবাড়ি
সদায় করে হুকুম জারি
মক্কায় বসে নির্জনে।।
চারি রাহে বারি মকবুল[২]
ওহাদানিয়েতে রসুল
সিরাজ সাঁই কয়, না জেনে উল[৩]
লালন তুই ঘুরিস্ কেনে।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২৩৮
‘লালন-গীতিকা’য় অন্তরার ‘হুজুরেতে’ স্থলে ‘গুজুর যেতে’, সঞ্চারীর ‘কাবাড়ি’ স্থলে ‘কাছারি’ এবং আভোগের ‘চারি রাহে বারি মকবুল’ স্থলে ‘চারি রাহে চারি মকবুল’ কথান্তর আছে। -পৃ. ২০১

[১] ওহাদানিয়েত্ – আল্লার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব;
[২] মকবুল – প্রিয়জন, বন্ধু;
[৩] উল – সন্ধান

কথান্তরঃ

চেয়ে দেখ নয়রে
ধড়ের কোথায় মক্কা-মদিনা।।
ওহাদানিয়েতে রাহা
ভুল যদি মন কর তাহা
এবার হুজুরে জাতির পথ মিলবে না
ঘুরবি কেন বনে বনে।।
সদর আমলার হুকুম ভারী
অচিন দেশে তার কাছারী
সদায় করে হুকুম জারি
মক্কায় বসে নির্জনে।।
চারি রাহে চারি মকবুল
ওহাদানিয়েতে রসুল
সিরাজ কয়, কর না উল
ও তুই, ফিরবি লালন বনে বনে।।

-হারামণি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬

দেখ রে দিন কোথা হইতে হয়।

দেখ রে দিন কোথা হইতে হয়।
কোন পাকে দিন আসে ঘুরে, কোন পাকে রজনী যায়।।
রাত্রদিনের খবর নাইরে যার
কিসের একটা উপাসনা তার
নাম গোয়ালা কাজি ভক্ষণ, ফকিরি তার তেমন প্রায়।।
দয় দমে দিন চালাচ্ছে বারি
কয় দমে রজনী আখেরী
আপন ঘরের নিকাশ করে, যে জানে সে মহাশয়।।
বাহির খুঁজে কে, যাবে জানা
কারিগরের কিবা গুণপনা
অধীর লালন বলে, তিনটি তারে অনন্ত রূপ কল খাটায়।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২২০-২১
'লালন'গীতিকা'য় অন্তরা-সঞ্চারীর স্থান-বদল হয়েছে। দুটি চরণে এরূপ কথান্তর আছেঃ
১. নাম গোয়ালা কাজি সার
২. সামান্যেত কি যাবে জানা। -পৃ. ৭৭
'নাম গোয়ালা কাজি ভক্ষণ' প্রবাদটি প্রচলিত আছে।

দেহের খবর বলি শোন রে মন

দেহের খবর বলি শোন রে মন।
দেহের উত্তর দিকে আছে বেশী
দক্ষিণেতে আছে কম।।
দেহের খবর ন জানিলে
আপ্ততত্ত্ব কিসে মেলে
লাল জরদ সিয়া সফেদ
বায়ান্ন বাজার এই চারি কোণ।।
আগে খুঁজে ধর তারে
নাসিকাতে চলে ফেরে
নাভি পদ্মের মূল দূয়ারে
বসে আছে সর্বক্ষণ।।
আঠারো মোকামে মানুষ
যে না জানে সেহি তো বেহুস
লালন বলে, থাক রে হুস
আদ্য মোকামে তার আসন।।

লালন-সঙ্গীত, পৃ. ১২৬

দিল দরিয়ার মাঝে রে মন

দিল দরিয়ার মাঝে রে মন
ডুবিয়া দেখলে না।।
রসেতে উবিডুবি থাকে জল
ঐ কুম্ভেতে কেমনে রাখি সে জল
এক বিন্দু টলে না।
সেই ভাটার বেলায় গহীন জলে
জল ‘পরে জল মানে না।।
সেই নদীর নালে খালে
আজব এক জাহাজ চলে
বৈসে ত্রিবেণীর কোলে
চালায় জাহাজখানা।
দিবানিশি চালায় জাহাজ
কখন সে ঘুমায় না।।
সেই নদীর ত্রিবেণীতে আজব এক ফুল ফুটেছে
সেই ফুল যার ভাগ্যে আছে
ও ফুরায় তার বাসনা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরে
তাই লালন বলে, ও ফুলের পাহারা তিন জনা।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা।।
দেহের মাঝে বাড়ি আছে
সেই বাড়ীতে চোর লেগেছে
ছয় জনাতে সিঁদ কাটিছে,
চুরি করে একজনা।।
এই দেহের মাঝে নদী আছে
সেই নদীতে নৌকা চলছে
ছয় জনাতে গুণ টানিছে,
হাল ধরেছে একজনা।।
দেহের মধ্যে বাগান আছে
নানা জাতির ফুল ফুটেছে
ফুলের সৌরভে জগত্ মেতেছে
কেবল লালনের প্রাণ মাতাল না।।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ‘লালন শাহের কাব্যে আত্মনিবেদনের সুর’, লালন স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৫৯

জানা চাই অমাবস্যায় চাঁদ থাকে কোথায়

জানা চাই অমাবস্যায় চাঁদ থাকে কোথায়।
গগনে চাঁদ উদয় হলে দেখে যে আছে যথায়।।
অমাবস্যার মর্ম না জেনে
বেড়াই তিথি নক্ষত্র গুণে
প্রতি মাসে নবীন চাঁদ সে মরি একি ধরে কায়।।
অমাবস্যা আর পূর্ণমাসী
কি মর্ম হয় কারে জিজ্ঞাসি
তোমরা যে জানো সে বলছে, মন জুড়ায় আজ সেথায়।।
সাতাশ নক্ষত্র হয় গগন
স্বাতী নক্ষত্র যোগ কখন
না জেনে অধীন লালন সাধক নাম ধরে বৃথায়।।

———————————-

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০৪-০৫;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৭৬-৭৭।
গানটিতে লালন জ্যোতিষবিদ্যার পরিচয় আছে। দেহতত্ত্ব সাধনায় দিন, ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র মান্য করা হয়। -ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ১২০

ও সে ফুলের মর্ম জানতে হয়

ও সে ফুলের মর্ম জানতে হয়।
যে ফুলে অটল বিহারে শুনতে লাগে বিষম ভয়।।
ফুলে মধু প্রফুল্লতা
ফলে তার অমৃত সুধা
এমন ফুল দীন-দুনিয়ায় পয়দা
জানিলে দুর্গতি হয়।।
চিরদিনে সেই যে ফুল
দীন-দুনিয়ার মকবুল
যাতে পয়দা দীনের রসুল
মালেক সাঁই যার পৌরুষ গায়।।
জন্মপথে ফুলের ধ্বজা
ফুল ছাড়া নয় গুরু পূজা
সিরাজ সাঁই কয়, এ ভেদ বোঝা
লালন ভেঁড়ের কার্য নয়।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২৪৯-৫০;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৬৭

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
ও সে ভাব-নগর ফুলে
কি আজব শোভা করেছে।।[১]
কারণ বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একুল ওকুল
শ্বেত বরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল
সে ফুলে মধুর আশে।।[২]
মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা
এ বড় অকৈতব কথা
সে পর ভাবে কই কার কাছে।।[৩]
ডুবে দেখ মন দেল-দরিয়ায়
যে ফুলে নবীর জন্ম হয়
সে ফুল তো সামান্য ফুল নয়,
লালন কয়, যার মূল নাই দেশে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২১৬
কথান্তরঃ
[১] ও সে ফুলে ভাব-নগরে কি শোভা ধরেছে।
[২] সে ফুলের মধুর আশে ঘুরতেছে।
[৩] ফুলের ভাব কই কার কাছে।
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ১০০
'লালন-গীতিকা'য় অন্তরা ও সঞ্চারীর স্তবকের স্থান-বদল হয়েছে। সঞ্চারীর ৪র্থ চরণ এভাবে লেখা হয়েছেঃ "প্রত্যয় হবে কয় কার কাছে।" -পৃ. ৬৬

এ বড় আজব কুদরতি

এ বড় আজব কুদরতি
আঠার মোকামের মাঝে
জ্বলছে একটি রূপের বাতি।।
কিবা রে কুদরতি খেলা
জলের মাঝে অগ্নি-জ্বালা
খবর জানতে হয় নিরালা
নীরে ক্ষীরে আছে জ্যোতি।।
ফণিমনি লাল জহরে
সে বাতি রেখেছে ঘিরে
তিন সময় তিন যোগ সেই ঘরে
যে জানে সে মহারতি।।[১]
থাকতে বাতি উজালাময়
দেখতে যার বাসনা হৃদয়
লালন কয়, কখন কোন সময়
অন্ধকার হবে বসতি।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২২৫
কথান্তরঃ
[১] চুনি মণি লাল জহরা
সেই বাতি রয়েছে ঘেরা
তিন সময় তিন যোগ ধরা
যে জানে সে মহারতি।।
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৪২-৩২;
হারামনি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০-৪১

ছনি মণি লাল জহরে
সেই বাতি রেখেছে ঘিরে
তিন সময় তিন যোগে ধরে
যে জানে সেই মহারথী।।
লালন-গীতিকা, পৃ. ৮৫

বুদ্ধদেব রায় গানটির স্বরলিপি রচনা করেন। সেখানে পাঠভেদ আছে; এছাড়া আভোগ স্তবকটি নেই।
গানটি উদ্ধৃত হলঃ

এ বড় আজব কুদরতি
আঠারো মোকামের মাঝে
জ্বলছে একটি রূপের বাতি।।
কে বলে কুদরতি খেলা
জলের নছে অগ্নি জ্বালা
ডুবে দেখতে হয় নিরালা
যে জানে সে মহারথী।।
ছিয়া মণিলাল জহরা

সেই বাতি রেখেছে ঘিরা
খবর করতে হয় নিরালা
যে জানে সে সাধু ব্যক্তি।।

বুদ্ধদেব রায়, লোকগীতি-স্বরলিপি, কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ. ৪৭

‘হারামণি’ ২য় খণ্ডে গানটি অভিন্ন আকারেই আছে; এখানেও ভনিতা নেই। পৃ. ১৬১

আমার দেহ-নদীর বেগ থাকে না

আমার দেহ-নদীর বেগ থাকে না।
বানব কয় মোহানা।
কাম-জ্বালাতে জ্বলে মরি
কৈ হল রে উপাসনা।।
কালীধার ও পূবের ঘাটে
এক মৃণালে তিন ফুল ফোটে
যোগ ছাড়া চলে না।
আমি ভুলব বলে সে ফুলের মূল
ছয় পাগলের গোল মেটে না।।
নদীরও উজান বাঁকে
অজাগরে ফণা ধরে
কুম্ভীরের কারখানা।
ঘাটে পার হইয়া যায় রসিক সুজন
লালনের ভাগ্যে তাও হল না।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৭

আবহায়াতের নদী কোনখানে

আবহায়াতের নদী কোনখানে।
আগে জিন্দাপীরের খান্দানে যাও
দেখিয়ে দিবে সন্ধানে।।
সেই নদীর পিছল ঘাটা
চাঁদ কোটালে খেলছে রে ভাটা
দীন দুনিয়া জোড়া একটা
মীন আছে তার মাঝখানে।।
মওলার মহিমা রে এমনি
ও সে নদীতে বয় পরশে শুনি
অমর হবে সেই জনে।।
আবহায়াতের মর্ম যে জন পায়
উপাসনার সীমা তারি হয়
সিরাজ সাঁইর আদেশ তাই
অধীন লালন ফকির ভনে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২২১;
লালন-গীতিকা, পৃ. ১৩৫-৩৬

আপন ঘরের খবর লে না

আপন ঘরের খবর লে না।
অনায়াসে দেখতে পাবি
কোনখানে কার বারামখানা।।
কোমল ফোটা কারে বলি
কার মোকাম তার কোথায় গলি
কোন সময় পড়ে ফুলি
মধু খায় সে অলি জনা।।
অন্য জ্ঞান যার সখ্য মোক্ষ
সাধক উপলক্ষ
অপরূপ তার বৃক্ষ
দেখলে চক্ষের পাপ থাকে না।।
শুষ্ক নদীর শুষ্ক সরোবর
তিলে তিলে হয় গো সাঁতার
লালন কয়, কৃতি-কর্মার
কি কারখানা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২১২
'লালন গীতিকা'য় সঞ্চারীর ৩য় চরণে 'বৃক্ষ' স্থলে 'ব্রহ্ম' এবং আভোগের ১ম চরণে 'শুষ্ক সরোবর' স্থলে 'সুখ সরোবর' কথান্তর আছে।-পৃ. ৩২

আঠার মোকামে একটি রূপের বাতি জ্বলছে সদাই

আঠার মোকামে একটি রূপের বাতি জ্বলছে সদাই।
নাহি তেল তার নাহি তুলা আজগুবি হয়েছে উদয়।।

মোকামের মধ্যে মোকাম
শূন্য শিখর বলি যার নাম
বাতির লুণ্ঠন সেথায় সুদন
ত্রিভুবনে কিরণ দেয়।।
দিবানিশি আট প্রহরে
এক রূপে চার রূপ ধরে
বর্ত থাকতে দেখলি নারে
ঘুরি মলি বেদের বিধায়।।
যে জানে সে বাতির খবর
ছুটেছে তার নয়নের ঘোর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
দৃষ্ট হয় না মনের দ্বিধায়।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ১৫৫

আজব আয়না-মহল মণি গভীরে

আজব আয়না-মহল মণি গভীরে।
সেথা সতত বিরাজে সাঁই মেরে।।
পূর্ব দিকে রত্ন-বেদী
তাহার উপরে খেলছে জ্যোতি
তারে যে দেখেছে ভাগ্যপতি
সে জন সচেতন সব খবরে।।
জলের ভেতরে শুকনো জমি
আঠার মোকামে তাই কায়েমি
নিঃস্বাদ স্বাদের উদ্‌গামি[১]
সে মোকামের খবর জান গে যা রে।।[২]
মণিপুরের হাটে মনোহারী কল
তেহাটা ত্রিপিণী আছে বাঁকা নল
মাকড়শার আশে বন্দী সে জল
লালন বলে সঙ্গী বুঝবে ফেরে।।[৩]

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২১০
কথান্তরঃ
[১] নিঃশব্দ শব্দের উদ্গারী
[২] যা যা সে মোকামেরে জান গে তারে।
[৩] লালন বলে, সন্ধি বুঝবে কে রে।
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বাংলার মুসলিম সাধনা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৩৬-৩৮।

আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে

আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখ না রে মন চেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস্ কেন হাঁপিয়ে।।
করে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে।
ও তার চার দ্বারে চার নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে।।
মানুষ-মক্কা কুদরতি কাজ
উঠছে রে আজগুবি আওয়াজ
সাততলা ভেদিয়ে।
আছে সিংহ-দরজায় দ্বারী একজন
নিদ্রাত্যাগী হয়ে।।
দশ-দুয়ারী মানুষ মক্কা
গুরুপদে ডুবে দেখ না
ধাক্কা সামলায়ে।
ফকির লালন বলে, সে যে গুপ্ত মক্কা
আমি ইমাম সেই মিঞে।
ওরে সেথা যাই
কোন পথ দিয়ে।।

———————————-

বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৪৩
কিছু গ্রন্থে স্তবক বিন্যাসে পার্থক্যসহ কিছু পাঠভেদ আছে। পরের বার তা দিয়ে দেয়া হবে।

অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকেন যেয়ে কোন শহরে

অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকেন যেয়ে কোন শহরে।
প্রতিপদে হয় সে উদয়, দৃষ্ট হয় না কেন তারে।।
মাসে মাসে চন্দের উদয়
আমাবস্যা মাস-অন্তে হয়
সূর্যের অমাবস্যার নির্ণয়
জানতে হবে নেহাজ করে।।
ষোল কলা হলে শচী
তবে তো হয় পৌণমাসী
পনরই পূর্ণিমা কিসি
পণ্ডিতেরা কয় সংসারে।।
জানতে পারলে দেহ-চন্দ্র
স্বর্গ-চন্দ্রের পায় সে খবর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
মূল হারালি কোলের ঘোরে।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ২১

মনের কথা বলবো কারে

মনের কথা বলবো কারে,
কে আছে সংসারে।
আমি ভাবি তাই,
আর না দেখি উপায়
কার মায়ায়
বেড়াই ঘুরে।।
মন আমার ভুলে তত্ত্ব
হলি মত্ত
সার পদার্থ
চিনলি না রে।
হল না গুরুর করণ
তাইতে মরণ
কোনদিন মন
যাবা গোরে।।
ছেড়ে মূল ভক্তি দাড়া
লক্ষ্মীছাড়া
কপালপোড়া
দেখি তারে।
লেগে এই ভবের নেশা
তাইতে দশা
সর্বনাশা
বেড়াই ঘুরে।।
মন আমার আপন বসে
মদন রসে
আপনি মিশে
বেড়াই হারে।
লালন সাঁই বাক্য ছেড়ে
গলা নেড়ে
গোল গড়ে
পাতাল পুরে।।

লালন-সঙ্গীত, পৃ. ২১৭

মন আমার কুসর মালা জাঠ হল রে

মন আমার কুসর মালা জাঠ হল রে।
চির দিন গুতায় পড়ে আটলো না রে।।
কত রকম করি দমন
কতই করি বন্ধন ছন্দন
কটাক্ষে মাতঙ্গ মন
কখন যেন যায়রে ছেড়ে।।
কপালের দোষ নইলে আমার
লোভের কুকুর হই গো এবার
মন গুনি কি হয় জানি
কখন যেন কি ঘটায় রে।।
মলয় পর্বত কাষ্ঠের
সবে সার হয়, হয় না বাঁশের
লালন বলে, কপাল দোষে
আমার বুঝি তাই হল রে।।

লালন-সঙ্গীত, পৃ. ২১৪

দায়ে ঠেকে বলছ রে মন আল্লাগনি

দায়ে ঠেকে বলছ রে মন আল্লাগনি।
সুখের কালাতে তারে ভোল রে মনি।।
আগা কেটে হলি মুসলমাল
মানুষে আনলি নে ঈমান
মানুষ রূপে মর্দুদ শয়তান
ঘরে ঘরে জানি।।
উবহায়জাত মুসিবত্ এলে
দরুদ কালাম পড় সকলে
সে সকল উতরায়ে গেলে
গাজীর গান বেড়াও শুনি।।
দুষে বেড়াও জাত ভাল না
আপন জাতির খবর জানে না
লালন বলে, এমন দিনকানা
আর তো দেখিনি।।

লালন-সঙ্গীত, পৃ. ২১৬

হীরা লাল মতির দোকানে গেল না

হীরা লাল মতির দোকানে গেল না।
সদায় কিনলি রে সব পিতল দানা।।
চটকে ভুলে রে ও মন
হারালি তুমি অমূল্য ধন
এবার হেরে বাজি কাঁদলে তখন
আর সারে না।।
শেষের কথা আগে ভাবে
উচিত বটে তাই জানিবে
এবার গত কর্মের বিধি কিরে
মন-রসনা।।[১]
বেপারের লাভ করলি ভাব
সে গুণপনা জানা গেল
অধীন লালন বলে, মিছে হল
আনা-যানা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২৫৪-৫৫
কথান্তরঃ
শেষের কথা আগে ভেবে
উচিত যাহা তাই করিবে
এবার গত কাজের বিধি ছাড়
মন-রসনা।।
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৫৩-৫৪

সামাল সামাল সমাল তরী

সামাল সামাল সামাল তরী
ভব-নদীর তুফান ভারি।।
নিরিখ রেখো ঈশান কোণে
চালাও তরী সযতনে
খালি খালি মরবি প্রাণে
জানা যাবে মাজিগিরি।।
না জানি কি হয় কপালে
চন্ডিপাঠ ডুবিল জলে
বারে এহি বার বাঁচিলে
আর হব না কান্ডারী।।
ব্যাপারের ভাব যায় না জানা
চিন্তা-জ্বরে হলাম টোনা
লালন বলে, ঠিক পেলাম না
কোথা আল্লা কোথা নবী।।

———————————-

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৮৭

সামান্য জ্ঞানে কি মন তুই পাইবি রে

সামান্য জ্ঞানে কি মন তুই পাইবি রে।
বিষ জুদা করিয়ে সুধা রসিক জনা পান করে।।
দেখাদেখি মন কি ভাব
সুধা খেয়ে অমর হব
পার যদি ভালই ভাল
নইলে লেঠা বাধবে রে।।
কতজন সুধার আশায়,
ফণির মুখে হাত দিতে চায়,
বিষের আতস লেগে গায়
শেষে তার মরণ দশা হয় রে।।
মন তুমি কি ইহাই ভাব,
সুধা খেয়ে অমর হব,
পার যদি ভালই ভাল
তাই লালন ফকির কইয় রে।।

মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন, ‘পল্লীগীতি সংগ্রহ’, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩০।
এই গানে সঞ্চারী স্তবকটি নেই।

সাধ্য কি রে আমার সে রূপ চিনিতে

সাধ্য কি রে আমার সে রূপ চিনিতে।
অহর্নিশি মায়া-ঠুসি জ্ঞান-চক্ষেতে।।
ঘরে ঈষাণ কোণে হামেশ ঘড়ি
সেই নড়ে কি আমি নড়ি
আমি আমায় হাতড়া পাড়ি
পাই না দেখিতে।।
আমি আর সে অচিন একজন
এক জাগাতে থাকে দুজন
ফাঁক দিয়ে লক্ষ যোজন
চাইলে ধরিতে।।
ঢুঁড়ে হদ্দ মেনে আছি
এখন বসে খেদায় মাছি
লালন বলে মরে বাঁচি
কোন কাজেতে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৪;
লালন-গীতিকা, পৃ. ৩৯০

সাধুর সঙ্গে সাধুর সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কয়

সাধুর সঙ্গে সাধুর সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কয়।
সাধুর সঙ্গ নেয়া মাত্র কৃষ্ণপ্রাপ্ত হয়
আমার সাধুর সঙ্গ হইল কৈ।।
যদি সাধুর সঙ্গ হত
অঙ্গ অঙ্গে মিশে যেত
সে ভাব আমার হইল কৈ।।
সোনাতে সোহাগা দিলে
কঠিন সোনা যায় গলে,
আমার হিয়া গলিল কৈ।।
মুখে গুরু গুরু বলি
অন্তরেতে জুয়াচুরি,
দেখিলে অমনি পরের নারী
ঐ রসে মাতিয়া রই।।
ফকির লালন বলে,
আমার গুরু-নামে পাষাণ গলে
আমার মন-পাষাণ গলে কৈ।।

———————————-

হারামণি, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২

সদা মন থেকো রে হুঁস

সদা মন থেকো রে হুঁস
ধর মানুষ রূপ-নিহারে।
আয়না আঁটা রূপের ছটা
চিলেকোঠায় ঝলক মারে।।
স্বরূপ রূপে রূপকে জানা,
তারই নাম উপাসনা,
গাঁজার দাম চড়িয়ে মনা,
বমকালী আর বলো না রে।।
বর্তমানে দেখো ধরি,
নরদেহ অটল বিহারী,
মরো কেন হরি বড়ি
কাঠের মালা টিপে-হারে।।
দেল ঢুঁড়ে দরবেশ যারা,
রূপ নেহারী সিদ্ধ তারা,
লালন কয়, আমার খেলা
'ডাণ্ডাগুলি' সার হলো রে।।

———————————-

বিশ্বনাথ মজুমদার, লালন ফকির', লালন স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৯৮

শ্রীরূপের সাধন আমার কৈ হল

শ্রীরূপের সাধন আমার কৈ হল।
শুধু কথায় কোট মারিয়া জনম বিফলে গেল।।
রূপের দয়া হল না মোরে
ভক্তি নাই আমার অন্তরে
দিন আখেরী কথার জোরে
সকল তোর ফুরাল।।
শ্রীরূপের আশ্রিত যারা
অনায়াসে প্রেম সাধল তারা
হল না মোর আন্তসারা
কপালে এই ছিল।।
এলো বুঝি কঠিন সমন
নিকাশ কি করব তখন,
তাইতে এবার অধীন লালন
গুরুর দোহাই দিল।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩-৪

যেতে সাধ হয় রে কাশী কর্ম ফাঁসি

যেতে সাধ হয় রে কাশী কর্ম ফাঁসি
বাধে গলায়।
আমি আর কতদিন ঘুরব এমন
নাগর-দোলায়।।
হলে রে একি দশা সর্বনাশা
মনের ভোলায়।
ডুবল ডিঙ্গা নিশ্চয় বুঝি
জন্ম-নালায়।।
বিধাতা দেয় বাজি কিবা মন পাজি
ফেরে ফেলায়।।[১]
বাও না বুঝে বাই তরণী
ক্রমে তলায়।।
কলুর বলদ যেমন ঢাকে নয়ন
পাকে চালায়।
অধীন লালন প'লো তেমনি পাকে
হেলায় হেলায়।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০০-০১
কথান্তরঃ
১. বিধাতার সাজা একি, কিবা মন পাজি ফাঁকি/ফেরে ফেলায়।
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৩১-৩২

যেখানে সাঁইর বারামখানা

যেখানে সাঁইর বারামখানা
শুনিলে প্রাণ চমকে উঠে
দেখে যেন বুজঙ্গনা।।
যা ছুঁইলে প্রাণে মরি
এ জগতে তাইতে তরি
বুঝে তা বুঝতে নারি
কি করি তার নাই ঠিকানা।।
আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্যজ্ঞানী সে হয়েছে
ক-বৃক্ষে সুফল পেয়েছে
আমার মনের ঘোল গেল না।।
যে ধনের উৎপত্তি প্রাণধন
সে ধনের হল না যতন
অকাজের ধন পাকায় লালন
দেখে শুনে জ্ঞান হল না।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ৪০-৪১

যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা

যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা।
দবোচে বিপাকে প'লে প্রাণ বাঁচবে না।।
পথেরো পরিচয় করে
যাও না মনের সন্দ মেরে
লাভ-লোকসান বুঝের দ্বারে
যায় গো জানা।
উজান ভেটান পথ দুটি
দেখ ধেয়ান করে খাঁটি,
দেও যদি মন গড়া ভাটি
কূল পাবা না।।
অনুরাগের তরণী করো,
ধার চিনে উজানে ধরো,
লালন কয়, তবে করতে পারো
মন-ঠিকানা।।

লালন-গীতিকা, পৃ. ২৬-২৭;
কথান্তরঃ
যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা।
দবোচে বিপাকে পলে প্রাণ বাঁচবে না।।
পথেরো পরিচয় করে
যাও না মনের সন্ধ মেরে
লাভ-লোকসান বুঝের দ্বারে
যায় গো জানা।
উজান ভেটেন পথ দুটি
দেখ ধেয়ান করে খাঁটি,
দেও যদি মন-গড়া ভাটি
কূল পাবা না।।
অনুরাগের তরণী করো,
ধার চিনে উজানে ধরো,
লালন কয়, তবে করতে পারো
মন-ঠিকানা।।

বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৯৫

যে পরশ পরশে, সে পরশ চিনে লে না

যে পরশ পরশে, সে পরশ চিনে লে না।
সামান্য পরশের গুণ লোহার কাছে গেল জানা।।
পরশমণি স্বরূপ গোঁসাই
সে পরশের তুলনা নাই
পরশীরে যে জন তাই
ঘুচিবে কঠোর যন্ত্রণা।।
কুমীরেতে পরকে যেমন
ধরায় সে আপন ধরণ
স্ব-পরশে জানি রে মন
ওমনি মতো পরশনা।।
ব্রজের ঐ জলদ কালো
যে পরশে গৌর হলো
লালন বলে মন রে চলো
জানিতে সেই উপাসনা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১২৫;
'লালন গীতিকা'য় (পৃ. ৫৩-৫৪) ধুয়ার ১ম চরণ "যে পরশের জোর যে পরশ, সে পরশ চিনিলে না।" এবং সঞ্চারীর ২য় চরণ "পরশে জানিবে মন এমনি যে পড়াশোনা।" -এরূপ পাঠভেদ আছে।
'বাউল কবি লালন শাহ' গ্রন্থে (পৃ. ২৯৫) ধুয়ার ১ম চরণ এভাবে লেখা হয়েছে, "যে পরশে স্পর্শে পরশ, সে পরশখানি চিনে লেনা।" এই গ্রন্থে সঞ্চারীর স্তবকটি এরূপঃ
কুমুরে পতঙ্গ যেমন
ধরাইল আপন চরণ
সে পরশে জানে যে জন
তেমনি তার উপাসনা

যে পথে এসেছ রে মন

যে পথে এসেছ রে মন
যেতে হবে সেই পথে।।
মহামায়ায় ভুলে রলি
আজকাল বলে দিন ফুরালি
কর ঐ নাম কৃতাঞ্জলী
যদি সময় হয় তাতে।।
সেই পথের নাম ত্রিপিনের ঘাট,
বাঘে সর্পে ধরেছে বাট,
রসিক জনা সেই ঘাটের ঠাট
মহা যাচ্ছে তার সাথে।।
সেই পথেতে তিনটি মরা,
পেলে মানুষ খাচ্ছে তারা;
লালন বলে মরার মরা
খেলছে খেলা তার সাথে।।

———————————-

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০

ভুলব না ভুলব না বলি

ভুলব না ভুলব না বলি,
কাজের বেলা ঠিক থাকে না।
আমি বলি ভুলব না রে,
স্বভাব ছাড়ে না মোরে,
কটাক্ষে[১] মন পাগল করে
দিব্য জ্ঞানে দিয়ে হানা।।
সঙ্গ গুণে রঙ্গে ধরে,
জানিলাম কার্য অনুসারে।
কি-সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে,
সুমতি মোর গেল ছেড়ে
খাবি খেলাম আপায় পড়ে
এ লজ্জা ধুলেও তো যায় না।।[২]
যে চোরের দায়ে দেশান্তরি,
সে চোর দেখি সঙ্গ ধরি,
মদন রাজার ডঙ্কা ভারি
কাম-জ্বালা দেয় সন্তোষপুরী
ভুলে যায় মোর মন-কাণ্ডারী
কি করিবে গুণরি জনা।।
রঙ্গে মেতে সঙ সাজিয়ে,
বসে আছি মগন হয়ে
সু-আকারে সঙ্গ করে
জানতাম যদি স-সঙ্গ রে
লালন বলে, তবে কি রে
ছেঁচোড়ে মারে মালখানা।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৯-২০০
লালন-গীতিকা, পৃ. ২৯১-৯২

১. হারামনি, ৫ম খণ্ডে ধুয়ার ‘কটাক্ষে’র স্থলে ‘হঠাত্’ কথান্তর আছে।
২. সঙ্গ গুণে রঙ্গে ধরে
জানলেম কার্য অনুসারে
সু-আকারে সঙ্গে রেখে
রাখতাম সু-সঙ্গে রে
লালন বলে তবে কি রে
সে চোরে মারে এ জালখানা।। — ঐ, পৃ. ৩-৪

বিষয় বিষে চঞ্চল মন দিবা-রজনী

বিষয় বিষে চঞ্চল মন দিবা-রজনী।
মন তো বুঝালে বোঝে না ধর্ম-কাহিনী।।
বিষয় ছড়িয়ে কবে
মন আমার শান্ত হবে, হে।
আমি কবে সে চরণ
করিব শরণ,
যাতে শীতল হবে তাপিত পরানী।।
কোন দিন শ্মশানবাসী হব,
কি ধন সঙ্গে লয়ে যাব, হে।
আমি কি করি কি কই
ভূতের বোঝা বই,
একদিনও ভাবলেম না গুরুর বাণী।।
অনিত্য দেহেতে বাসা
তাইতে এত আশার আশা, হে।
অধীন লালন বলে,
তাই নিত্য হইলে,
আর কতই কি মনে করতে না জানি।।

———————————-

শ্রীবসন্তকুমার পাল, ‘ফকির লালন সাহ’, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৫;
লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৫৭-৫৮;
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৯৮
সঞ্চারীর ৪র্থ চরণে গানের খাতায় ‘গুরুর’ স্থলে ‘শ্রীগুরুর’ আছে। বাংলার বাউল ও বাউল গানে ঐ চরণটি এভাবে লেখা হয়েছে- “একদিন ভাবলে না মনা, গুরুর বাণী।” ধুয়ার ১ম চরণে ‘চঞ্চল’ স্থলে ‘চঞ্চলা’ লেখা হয়েছে। ‘লালন-গীতিকা’য় আভোগটি এভাবে আছেঃ
জানি ও দেহেতে বাসা
তাইতে এত আশার আশা হে
অধীন লালন তাই বলে
নির্গুণ হইলে
আর কতই কি মনে করতে না জানি।। – পৃ. ৩০৯

বিনা পাগালে গড়িয়া কাচি করছ নাচানাচি

বিনা পাগালে গড়িয়া কাচি করছ নাচানাচি।
মনে মনে ভাবছ বুঝি, কামার বেটারে আমি ঠকাইছি।।[১]
জানা যাবে এসব নাচন
কাচিতে কাটবে না যখন
কারে করবি দুষি।
শুধু লোহায় কাটবে না ত টানবি মিছামিছি।।[২]
পাগলের গোবধ আনন্দ
মন রে তোমার সেহি ছন্দ
দেখে ধন্ধ আছি।
নিজ মরণ পাগল বোঝে, তাও তোমার নাই বুঝি।।
জানা গেল এসব লীলে
আপন পাকে আপনি প'লে
আরও মহাখুসী।
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন, জ্ঞান হৈল তোর নৈরাশী।।[৩]

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২
কথান্তরঃ
১. ভেবেছ কামার বেটারে ফাঁকিতে ফেলেছি।
২. বোঁটা অস্ত্র টেনে কেবল মরছ মিছামিছি
৩. লালন বলে সঙ্গ গুণে জ্ঞান হৈল নৈরাশী
লালন সঙ্গীত, পৃ. ১১৬

বাকির কাগজ গেল হুজুরে

বাকির কাগজ গেল হুজুরে।
কখন জানি আসবে শনম সন্তোষপুরে।।
যখন ভিটেয় হও বসতি
দিয়েছিলে খোস কবলতি
হরদমে নাম রেখ স্থিতি
এখন ভুলেছে তারে।।
আইন মাফিক নিরিখ দে না
তাতে কেনে ইতরপনা
যাবে রে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে।।
সুখ পেলে হও সুখ-ভোলা
দুখ পেলে হও দুখ-উতালা
লালন কয়, সাধনের খেলা
কিছে জুত্ ধরে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৬
কথান্তরঃ
বাকির কাগজ গেল হুজুরে।
কোনদিন মন তোর আসবে শনম
সাধের অন্তঃপুরে।।
যখন ভিটেয় হও বসতি,
দিয়েছিলে মন খোস কবলতি
তুমি হরদমে নাম রাখবে স্থিতি,
এখন ভুলে গিয়েছ তারে।।
আইন-মাফিক নিরিখ দে না,
ও মন তাতে কেনে ইতরপনা,
যাবে রে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে।।
সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা
দুখ পা'লে হও দুখ-উতালা
লালন কয় সাধনের খেলা
মন তোর কিছে জুত্ ধরে।।

বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৭৭

বল কারে খুঁজিব ক্ষেপা দেশ-বিদেশে

বল কারে খুঁজিব ক্ষেপা দেশ-বিদেশে।
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে।।
দৌড়াদৌড়ি দিল্লী-লাহোর,
আপনার কোলে রয় ঘোর,
নিরূপ আলেক সাঁই মোর
আত্মরূপ সে।।
যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডের ‘পর,
সেই লীলা ভাণ্ড মাঝার,
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার
মেঘের পাশে।।
আপনাকে আপনি চেনা
সেই বটে উপাসনা,
লালন কয়, অনেক চেনা
হয় তার দিশে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯১

ফাঁক তালে দুনিয়াদারী হল দমের ঘরে বেদম ফাঁকি

ফাঁক তালে দুনিয়াদারী হল দমের ঘরে বেদম ফাঁকি।।
যখনি মন ভবে আইলি
জমা-খরচ নিয়ে আইলি
ও লাভের মূলে খোয়ালি
ও মন হৈছে পিঞ্জরার পাখি।।
তাই ভেবে দেখ অকূল মনা
নিকাশ দেনা সই হল না
ও তার সার কেবল বাড়ী বানা
তাইতে মানুষ হৈছে কলের ঢেঁকি।।
তাই ভজিয়ে আমার (মন)
দিন থাকতে কর সাধন ভজন
তাই লালন বলে .....
নইলে সকলি ফাঁকি।।

হারামণি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪
গানটির আভোগ স্তবক ত্রুটিপূর্ণ। তথ্যদাতার স্মৃতিলোপের কারণে ৩য় চরণটি অপূর্ণ থেকে গেছে। 'ডট' চিহ্ন দিয়ে সেটা দেখালো হল। – ওয়াকিল আহমেদ, লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ৮১

না হলে মন সরলা কি ফলে মেলে

না হলে মন সরলা কি ফলে মেলে
কোথায় ঢুঁড়ে।
হাতে হাতে বেড়াই মিছে
তৌবা পড়ে।।
মক্কা-মদিনা যাবি, ধাক্কা খাবি
স্বর্ণঘরে।
হাজি নাম পরম লভ্য
তাই দেখি রে।।
মনে যে পড়ে কালাম, তারি সুনাম
হুজুর বাড়ে।
মন খাঁটি নয়, বাঁধলে কি হয়
বনে কুঁড়ে।।
মন যার হয়েছে খাঁটি মুখে যদি
গলদ পড়ে।
খোদা তারে নারাজ নয় রে
লালন ভেড়ে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২৪৩

দেল ছুঁড়ে দেখনা মনা

দেল ছুঁড়ে দেখনা মনা।
মিছে কেবল সন্দেহের দোলায়
ঘুরে মরিস ও দিনকানা।।
ভজিবি মানুষের চরণ
মক্কাতে করিবি গমন
যা ইচ্ছা তাই কর এখন
এ জনম যে আর পাবি না।।
যদি যায়রে মনের ধোকা
বর্তমানে পাবি দেখা
সাঁইর দিদার আছে পাকা
এই জীবনে কর ঠিকানা।।
শুনে পড়েই জীবন গেল
এগ গুণে মন সই না হল
বাকির লোভে লালন ম'লো
করে শুধু আগাগোনা

হারামণি, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২

দেখ না মন, ঝকমারি এই দুনিয়াদারী

দেখ না মন, ঝকমারি এই দুনিয়াদারী।
আচ্ছা মজা কপনি-ধ্বজা উড়ালে ফকিরী।।
যা কর তা কর রে মন,
তোর পিছের কথা রেখে স্মরণ;
বরাবরই (ও তার) পিছে পিছে ঘুরছে শমন,
কখন হাতে দিবে দড়ি।।
(তখন) দরদের ভাই বন্ধুজনা,
সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না;
মন তোমারি, তারা একা পথে খালি আতে
বিদায় দিবে তোমারি।।
বড় আশার বাসাখানি
কোথায় পড়ে রবে মন তোর ঠিক না জানি;
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেরো
তুই করিস্ নে কার এন্তাজারি।।

শ্রীকরুণাময় গোস্বামী, 'হারামণি', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২২

কিছু ভিন্ন কথান্তর নিয়ে গানটি 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'(পৃ. ৩৬)-এ এভাবে সংকলিত হয়েছেঃ
দেখ না রে মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি।
আচ্ছা কপনি-ধ্বজা উড়ালে করে ফকিরি।।
যা করো তা করো রে মন,
রেখো পিছের কথা আগে স্মরণ
বরাবরই।
(ও তোর) পিছে পিছে ঘুরছে শমন,
কখন দেবে হাতে দড়ি।।
দরদের ভাই বন্ধুজনা,
সঙ্গে তারা কেউ যাবে না,
বড় সাধের বালাখানা
কোথায় রবে পড়ে তোমারি।।
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেঁড়ো
তুই করিস্ নে কারও এন্তাজারি।।

দিনে দিনে হল আমার দিন আখেরি

দিনে দিনে হল আমার দিন আখেরি।
আমি ছিলাম কোথায়, এলাম কোথা
আবার যাব কোথায় ভেবে মরি।।[১]
বসত করি দিবারাতে,
ষোল জন বোম্বেটের সাথে;
আমায় যেতে দেয় না সরল পথে,
আমায় কাজে কাজে করে দাগাদারি।।[২]
বাল্যকাল খেলায় গেল;
যুবকাল কলঙ্ক হল;
আবার বৃদ্ধকাল সামনে এল,
মহাকালে করলে অধিকারী।।[৩]
যে আশায় ভবে আসা,
তাতে হল ভগ্নদশা;
লালন বলে, হায় কি দশা,
আমার উজাইতে ভেটেন প'ল তরী।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ১৯৭
লালন-গীতিকা, পৃ. ২৭৬
কথান্তরঃ ১. আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম/সদায় ভেবে মরি।
২. তারা দেয় না যেতে সরল পথে/ পদে পদে করে দাগাদারী।
৩. বৃদ্ধকাল সামনে এল/ এবার মহাকাল হল অধিকারী।
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ১০১

তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে

তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে।
মিছে মায়ায় মজিয়ে মন কি কর রে।।
এত পিরিত দন্তে জিহ্বায়
কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়;
স্বল্পতে সব জানিতে হয়
ভাব-নাগরে।।
সময়ে সকলি সখা
অসময়ে কেউ দেয় না দেখা;
যার পাপে সে ভোগে একা
চার যুগ রে।।
আপনি যখন নাই আপনার
কারে বল আমার আমার;
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
জ্ঞান নাহি রে।।

লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২৫৬

জান না রে মন

জান না রে মন,
বাজি হারলে তখন লজ্জায় মরণ
শেষে রে আর কাঁদিলে কি হয়।
খেলা খেল মন খেলারু
ভাবিয়া শ্রীগুরু
অধঃপাতে মারা যেন নাহি যায়।।
এ দেশেতে যত জুয়াচুরি খেলা,
টোটকা দিয়ে ফটকায় ফেলে রে মন-ভোলা,
তাই বলি মন তোমারই
খেলা খেল হুঁসিয়ারী
নয়নে নয়নে বাঁধিয়ে সদায়।।
চোরের সঙ্গে মন খাটে না ধর্ম দাঁড়া,
হাতের অস্ত্র কভু করো না হাতছাড়া,
অনুরাগের অস্ত্র ধরে
দুষ্ট দমন করে
স্বদেশে গমন কররে ত্বরায়।।
চুয়ানী বাঁধিয়ে খেলে যেবা জনা,
সাধ্য কি তার অঙ্গে দিতে পারে হানা,
লালন বলে আমি
তিন তেরো না জানি
বাজি সেরে যাওয়া ভার হল আমায়।।

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৯৮-৯৯

চাঁদ বদনে বল গোসাঁই।

চাঁদ বদনে বল গোসাঁই।
বান্দার এক দমের ভরসা নাই।।
হিন্দু কি যবনের বালা
পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা।
পিছে কাল শমন
ফিরছে সর্বক্ষণ
কোনদিন বিপদ ঘটাবে তাই।।
আমার বিষয় আমার বাড়িঘর
এই বলে দিন গেল গো আমার;
বিষয় বিষ খাবি
সে ধন হারাবি
শেষে কাঁদলে তো ছাড়বে না ভাই।।
নিকটে থাকিতে সে ধন
সদাই চঞ্চলাতে দেখলি না রে মন;
ফকির লালন কয়,
সে ধন কোথায় রয়
আখেরে খালি হাতে যেতে হবে।।

হারামণি, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯-১০;
বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৬৪

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে বাহিরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়।।
আমি সত্য না হইলে
হয় গুরু সত্য কোন কাজে
আমি যেরূপ দেখ না সেরূপ দীন দয়াময়।।
আত্মরূপে সেই অ-ধর
সঙ্গী অংশে কলা তার
ভেদ না জেনে বনে বনে ফিরিলে কি হয়।।
আপনার আপনি না চিনে
ঘুরবি কত ভুবনে
লালন বলে, অন্তিম কালে নাই রে উপায়।।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘লালন ফকিরের গান’, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২২;
বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৫১

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে।।
কেউ মালায় কেউ তসবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়।
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়,
জাতের চিহ্ন রয় কার রে।।
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামনী চিনি কিসে রে।।
জগত্ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা।
লালন সে জেতের ফাতা
ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে।।

‘মহাত্মা লালন ফকির’, হিতকরী, ১৫ই কার্তিক ১২৯৭ (৩১শে অক্টোবর ১৮৯০)।

হক নাম বল রসনা

হক নাম বল রসনা
যে নাম স্মরণে রে মন
যাবে জঠর যাতনা।।
শিয়রে শমন বসে
কখন যেন বাঁধে কসে
রইলে ভুলে বিষয় বিষে
দিশে হল না রে।।
কয়বার যেন ঘুরি ফিরি
পেয়ে এলে মানবপুরী
এবার যেন অলস করি
সে নাম ভুল না।।
এ ভবের ভাই বন্ধু আদি
কেউ না হবে সঙ্গের সাথী
লালন বলে গুরু রথী
কর সাধনা।।

বাউল কবি লালন শাহ, পৃ. ২৬৫